ব্যবসায়ের জন্য মেধা সম্পদ | গ্রন্থমালা

৩

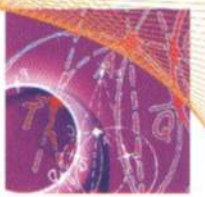

ইনভেন্টিং দা ফিউচার

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পেটেন্ট বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

'ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ' গ্রন্থমালার অন্যান্য প্রকাশনা

১. মেকিং এ মার্ক: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেডমার্ক বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯০০।

২. লুকিং গুড: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৪৯৮।

৩. ইনভেন্টিং দা ফিউচার : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পেটেন্ট বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯১৭।

৪. ক্রিয়েটিভ একবসপ্রেশন: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কপিরাইট বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা। WIPO প্রকাশনা নং ৯১৮। (আসন্ন)

যাবতীয় প্রকাশনা পাওয়া যাবে WIPO'র ই-বুকসপে, যার ঠিকানা :
www.wipo.int/ebookshop

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (*WIPO*), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of *WIPO* assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under the EU-WIPO Intellectual Property Rights Project for Bangladesh

www.wipo.int/sme/

European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ভূমিকা

এই নির্দেশিকা 'ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ' গ্রন্থমালার তৃতীয় নির্দেশিকা। এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পেটেন্ট, যেটা একটি কোম্পানির নতুন ও নব্য প্রবর্তনমূলক ধারণা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান অস্ত্র। জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলোর ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে নতুন ধারণা, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, খাপ খাওয়ানো এবং নতুন সুযোগ সদ্ব্যবহারের সক্ষমতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেহেতু তারা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

এ সময়ের জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতিতে, একটি কোম্পানির পেটেন্ট কৌশল এর ব্যবসায়িক কৌশলের অন্যতম উপাদান হওয়া উচিত। অত্যন্ত সহজ ও বাস্তবসম্মত উপায়ে এই নির্দেশিকা সব ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পেটেন্ট ব্যবস্থার সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করেছে। একটি পেটেন্ট সুরক্ষা, ব্যবহার বা কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে পাঠকদেরকে একজন পেটেন্ট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের সুপারিশ করা হচ্ছে, মৌলিক ধারণাগুলো বোঝাপড়ায় পাঠকদের সহায়তা করতে এবং পেটেন্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের সময় সঠিক প্রশ্নগুলো উত্থাপনে সাহায্য করতে এই নির্দেশিকায় বাস্তবসম্মত তথ্যগুলো প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোকে তাদের সামগ্রিক ব্যবসায়িক, বিপণন এবং রফতানি কৌশলে প্রযুক্তি ও পেটেন্ট কৌশলকে একীভূত করার জন্য এই নির্দেশিকা ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী SME'র প্রয়োজন যেন যথার্থভাবে মেটানো সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করতে WIPO এই নির্দেশিকা আরো পরিমার্জিত করতে যে কোনো মতামতকে স্বাগত জানাচ্ছে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় অংশীদারদের সহযোগিতায় এই নির্দেশিকার নির্দিষ্ট দেশ উপযোগী সংস্করণ উন্নয়ন করা যেতে পারে। দেশ উপযোগী সংস্করণ প্রস্তুতের কাজে এই নির্দেশিকাগুলোর কপি সংগ্রহ করতে WIPO'র সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানকে যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কামিল ইদ্রিস
মহা পরিচালক, বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা

সূচি

পৃষ্ঠা

১. পেটেন্ট ৩

২. কীভাবে পেটেন্ট পাওয়া যায় ১৬

৩. বিদেশে পেটেন্ট নিবন্ধন ৩০

৪. পেটেন্টকৃত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ ৩৪

৫. পেটেন্ট কার্যকরীকরণ ৩৯

১. পেটেন্ট

পেটেন্ট কী

কোনো **উদ্ভাবনের** জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে পেটেন্ট, যে উদ্ভাবন **নতুন**, যেখানে যুক্ত রয়েছে কোনো **উদ্ভাবনকুশল পদক্ষেপ** এবং যেটা **শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগী।**

একটি পেটেন্ট এর মালিককে তার অনুমোদন ছাড়া পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের ভিত্তিতে কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়া তৈরি, ব্যবহার, বিক্রির প্রস্তাব, বিক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে অন্য সবাইকে প্রতিহত বা থামানোর **একচেটিয়া অধিকার** প্রদান করে। একটি কোম্পানির জন্য পেটেন্ট হচ্ছে নতুন কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়ার ওপর একচ্ছত্রতা বজায় রাখার, একটি দৃঢ় বাজার অবস্থান উন্নয়নের এবং লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত উপার্জনের ক্ষেত্রে **শক্তিশালী একটি ব্যবসায়িক টুল**। কারিগরীভাবে জটিল কোনো পণ্যে (যেমন, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, বা মোটরগাড়ি) একাধিক উদ্ভাবন যুক্ত থাকতে পারে, যেগুলো একাধিক পেটেন্টের মাধ্যমে সুরক্ষিত এবং এ পেটেন্টগুলোর মালিক হয়ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

পেটেন্ট অনুমোদন দেয় কোনো দেশের **জাতীয় পেটেন্ট অফিস** বা এক অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে **আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিস**। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এটা প্রযোজ্য থাকে, পেটেন্ট আবেদন পত্র জমা দেয়ার তারিখ থেকে সাধারণত **২০ বছর** পর্যন্ত, যদি সংরক্ষনের জন্য প্রযোজ্য ফি সময়মত পরিশোধ করা হয়। পেটেন্ট হচ্ছে **ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক অধিকার**, সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ।

পেটেন্ট প্রদত্ত এই একচ্ছত্র অধিকারের বিনিময়ে, পেটেন্ট আবেদন পত্রে উদ্ভাবন সম্পর্কে বিস্তারিত, যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ লিখিত বিবরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য **উদ্ভাবনটি উন্মুক্ত করা** বাধ্যতামূলক। মঞ্জুরকৃত পেটেন্ট এবং, অনেক দেশে, পেটেন্ট আবেদন পত্র সরকারি একটি জার্নাল বা গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

বুদ্বুদ ওঠা পানীয়র ক্ষেত্রে একটি ওপেনার (মুখ খোলার যন্ত্র) প্রয়োগের ধারণাটি প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার উদ্ভাবক হুগো অলিভেরা, রোবার্তোকারডন এবং এদোয়ার্দ ফার্নান্দেজ। ২০টিরও বেশি দেশে এই যন্ত্রটির পেন্টেন্ট রয়েছে। উদ্ভাবকদের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ডেস্কোরজেট ট্রেডমার্কের অধীনে এই পণ্যটির বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে।

কোরীয় মোটরসাইকেল হেলমেট উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এইচ জে সি তাদের অসাধারণ সৃষ্টিশীল ডিজাইনের হেলমেটের জন্য বিশ্বব্যাপী ৪২টি পেটেন্টের মালিক। বর্তমানে বাজারে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে [illegible] মোট বিক্রির ১০ শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে এবং সৃষ্টিশীল [illegible] যেটা অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

উদ্ভাবন কী?

পেটেন্ট পরিভাষায়, একটি **উদ্ভাবন** (ইনভেনশন) হচ্ছে কোনো **কারিগরী সমস্যার নতুন এবং কুশলী সমাধান**। তা সেই উদ্ভাবন হতে পারে সম্পূর্ণ নতুন একটি যন্ত্র (ডিভাইস), পণ্য, উপায় বা পদ্ধতি অথবা হতে পারে একটি পরিচিত পণ্য বা প্রক্রিয়ার **অতিরিক্ত বা বর্ধিত সংযোজনা**। আমাদের প্রকৃতিতে অস্তিত্ব রয়েছে এমন কিছু হঠাৎ খুঁজে পেলেই তাকে উদ্ভাবন বলা যাবে না; মানুষের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিচক্ষণতা, সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবন কুশলতা থাকতে হবে সেখানে।

আজকের দিনের অধিকাংশ উদ্ভাবনগুলো যদিও প্রচুর পরিশ্রম, গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ফসল, তবুও অনেক সহজ ও সস্তা কারিগরী উন্নয়নের উদ্ভাবক বা কোম্পানিগুলো বাজারে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে আসছে।

নতুন প্রবর্তের ক্ষমতা

'উদ্ভাবন' (ইনভেনশন) এবং 'নব প্রবর্তন' (ইনোভেশন) এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাটা বেশ জরুরি। **উদ্ভাবন** হচ্ছে কোনো কারিগরী সমস্যার কারিগরী সমাধান। এটা হতে পারে নতুন কোনো সৃজনশীল ধারণা অথবা কার্যক্ষম মডেল বা ক্ষুদ্র সংস্করণ (প্রোটোটাইপ)। **'নব প্রবর্তন'** -এর অর্থ হচ্ছে উদ্ভাবনকে বিপণনযোগ্য পণ্য বা প্রক্রিয়ায় রূপান্তর। কোম্পানিগুলো কেন নতুন পণ্য বা প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে তার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- খরচ বাঁচাতে এবং উৎপাদন ক্ষমতা উন্নয়নে উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ঘটাতে;
- ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করবে এমন নতুন পণ্য প্রবর্তন;
- প্রতিযোগিদের তুলনায় এগিয়ে থাকতে এবং/অথবা বাজার শেয়ার বাড়াতে;
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও এর গ্রাহকদের প্রকৃত ও উদীয়মান চাহিদা পূরণে প্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে;
- অন্য কোম্পানির প্রযুক্তির ওপর প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা কমাতে।

আজকের দিনের অর্থনীতিতে, একটি কোম্পানির অভ্যন্তরে নব প্রবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য পেটেন্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রয়োজন। কোম্পানির নিজস্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা লাভ, অন্যান্য পেটেন্ট ধারক কোম্পানির সঙ্গে লাভজনক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অন্য কোম্পানির মালিকানাধীন প্রযুক্তির অননুমোদিত ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতেই এটা প্রয়োজন। এ সময়ের অনেক নব প্রবর্তনগুলো বেশ জটিল এবং বেশ কয়েকটি পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত. যেগুলোর মালিক ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি।

www.wipo.int/sme/

কেন আপনার উদ্ভাবন পেটেন্ট করার কথা বিবেচনা করবেন?

পণ্যের স্বল্পমেয়াদী চক্র এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা কোম্পানিগুলোকে নতুন কিছু প্রবর্তন করতে এবং/বা অন্য কোম্পানিগুলোর নব প্রবর্তন গুলো ব্যবহার করতে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে, যেন অভ্যন্তরীণ ও রফতানি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হওয়া ও থাকা যায়। সৃষ্টিশীল কোম্পানিগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং, ঝুঁকিপূর্ণ এবং গতিময় ব্যবসায়িক পরিমন্ডলের মধ্যে সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে পেটেন্ট প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। উদ্ভাবন পেটেন্ট করার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- **দৃঢ় বাজার অবস্থান এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:** পেটেন্ট এর মালিককে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন অন্য কাউকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা নিষিদ্ধ করার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে, এভাবে অনুকরণকারী বা ফ্রি রাইডারদের (কোম্পানির সুনাম অবৈধভাবে ব্যবহারকারী) থেকে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও প্রতিযোগিতা হ্রাস করে। যদি আপনার কোম্পানি একটি পেটেন্টকৃত মূল্যবান উদ্ভাবনের মালিক হয় বা এটা ব্যবহারের অনুমোদন পায় তাহলে একই উদ্ভাবন বিষয়ে অন্য প্রতিযোগিদের জন্য এটা একটি বাজার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বাজারে অগ্রগণ্য প্রতিযোগী হতে পেটেন্ট সাহায্য করে।
- **বিনিয়োগের ওপর উচ্চ মুনাফা বা রিটার্ন।** আপনার কোম্পানি যদি গবেষণা ও উন্নয়নে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকে, উদ্ভাবনকৃত উদ্ভাবনের পেটেন্ট সুরক্ষা সেক্ষেত্রে খরচ তুলে আনতে এবং বিনিয়োগের ওপর উচ্চ মুনাফা পেতে সাহায্য করতে পারে।
- **পেটেন্ট লাইসেন্স বা স্বত্বনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়:** কোম্পানির জন্য অতিরিক্ত আয়ের উৎস তৈরিতে, পেটেন্ট মালিক হিসেবে উদ্ভাবনের ওপর আপনার এই অধিকার অর্থের বিনিময়ে বা রয়্যালটির বিনিময়ে অন্য কাউকে লাইসেন্স দিতে পারেন। একটি পেটেন্ট বিক্রির বা (স্বত্বনিয়োগ) অর্থ হচ্ছে মালিকানা হস্তান্তর, অন্যদিকে লাইসেন্স প্রদানের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে কেবল উদ্ভাবন ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান।
- **ক্রস-লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার:** অন্য কোনো কোম্পানির প্রযুক্তি যদি আপনার কোম্পানি ব্যবহার করতে চায় সেক্ষেত্রে ক্রস-লাইসেন্সিং চুক্তি সমঝোতা করে আপনি আপনার কোম্পানির নিজস্ব পেটেন্ট অন্য কোম্পানিকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন। চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে আপনারা একে অন্যের এক বা একাধিক পেটেন্ট ব্যবহারে সম্মত হতে পারেন।
- **নতুন বাজারে প্রবেশ:** অন্য কাউকে পেটেন্টের (অথবা এমনকি ঝুলে থাকা পেটেন্ট আবেদনের ক্ষেত্রেও) লাইসেন্স প্রদান নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, অন্যভাবে যেটা সম্ভব হচ্ছিল না। এটা করতে হলে, সেই উদ্ভাবনটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিদেশের বাজারে সুরক্ষিত হতে হবে।

- **পেটেন্ট লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস:** পেটেন্টের মাধ্যমে আপনি অন্য কাউকে একই উদ্ভাবন পেটেন্ট করার ক্ষমতা নিষিদ্ধ করতে পারবেন এবং আপনার পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের সময় অন্যদের অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও হ্রাস করতে পারবেন। পেটেন্ট স্বয়ং 'ব্যবহারের স্বাধীনতা' প্রদান করে না, এটা একই বা অনুরূপ উদ্ভাবন অন্য কাউকে পেটেন্ট করার অধিকার নিষিদ্ধ করে এবং যৌক্তিক ইঙ্গিত দেয় যে, যে উদ্ভাবনটি আপনি পেটেন্ট করেছেন তা নতুন এবং 'প্রায়র আর্ট' থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ('প্রায়র আর্ট' বিষয়ে আরো দেখুন পৃষ্ঠা ১২)।
- **অনুদান লাভের ক্ষমতা বাড়ায় এবং/বা যৌক্তিক সুদে মূলধন গঠন করে:** পেটেন্টের মালিকানা (অথবা অন্য কোম্পানির পেটেন্ট ব্যবহারের লাইসেন্স) একটি পণ্য বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড়ের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। কিছু কিছু খাতে (যেমন, জৈব প্রযুক্তি) ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের আগ্রহী করে তুলতে প্রায় সবসময় একটি শক্তিশালী পেটেন্ট পোর্টফোলিওর প্রয়োজন হয়।
- **অনুকরণকারী এবং ফ্রি রাইডারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার শক্তিশালী একটি অস্ত্র:** পেটেন্ট প্রদত্ত একচ্ছত্রতা যথাযথভাবে কার্যকর করতে মাঝে মাঝে মামলা করার প্রয়োজন হয় বা যারা আপনার পেটেন্ট অধিকার ভঙ্গ করছে তাদেরকে আপনার পেটেন্ট বিষয়ে অবগত করার প্রয়োজন হয়। পেটেন্ট মালিকানা পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের নকলকারী বা অনুকরণকারীদের বিরুদ্ধে সফল আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা বাড়ায়।
- **আপনার প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরী:** ব্যবসায়িক অংশীদার, বিনিয়োগকারী, শেয়ারহোল্ডার এবং ভোক্তারা পেটেন্ট পোর্টফোলিওকে বিবেচনা করে থাকে আপনার কোম্পানির উচ্চ মাত্রার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, বিশেষায়ণ এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতার বহিঃ প্রকাশ হিসেবে। তহবিল গঠনে, ব্যবসায়িক অংশীদার খুঁজে পেতে এবং আপনার কোম্পানির প্রোফাইল ও বাজার মূল্য বাড়াতে এটা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। জনসাধারণের কাছে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তক হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে কিছু কিছু কোম্পানি বিজ্ঞাপনে তাদের পেটেন্ট তালিকা প্রকাশ করে থাকে।

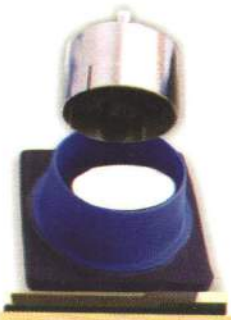

পেটেন্ট নং ইউ এস ২০০২১৩৭৪৩৩
কাঁচ ও সিরামিকের ওপর ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত একটি নতুন ড্রিল বিট-এর পেটেন্ট মালিক হচ্ছেন পেরুর উদ্ভাবক হোসে ভিদাল মার্টিনা। পেটেন্টের মাধ্যমে তিনি পণ্যটি সরাসরিও লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে রয়্যালটির ভিত্তিতে বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আপনার পণ্য সুরক্ষায় অন্যান্য আইনগত সুবিধাগুলো কি কি?

এই নির্দেশিকার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **পেটেন্ট**। তবে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর ভিত্তি করে, অন্যান্য মেধা সম্পদ অধিকারগুলোও কোনো কুশলী পণ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সুরক্ষার কাজে উপযুক্ত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে :

- **ইউটিলিটি মডেল** (স্বল্পমেয়াদী পেটেন্ট, পেটি পেটেন্ট বা নতুন প্রতর্বনমূলক পেটেন্ট হিসেবেও পরিচিত)। অনেক দেশে, বিদ্যমান পণ্যের কিছু বর্ধিত উদ্ভাবন বা ছোটখাটো অভিযোজন ইউটিলিটি মডেলের অধীনে সুরক্ষাযোগ্য (১০নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন)।
- **ট্রেড সিক্রেট** (ব্যবসায়িক গোপনীয়তা) গোপন ব্যবসায়িক তথ্য ট্রেড সিক্রেটের মাধ্যমে সুরক্ষা করা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত : – সাধারণত অন্যদের কাছে এটা অজানা, যারা এ জাতীয় তথ্য নিয়ে কাজ করেন; – এর বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে কারণ এটা গোপনীয়; এবং– এটা গোপন রাখতে মালিক যৌক্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে (উদাহরণ হিসেবে, 'নিড-টু-নো' ভিত্তিতে এ জাতীয় তথ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত করা এবং গোপনীয় বা প্রকাশ না করা শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর করা। ৯ নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন)
- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন**। কোনো পণ্যের শোভা বর্ধক বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর একচ্ছত্র অধিকার পাওয়া যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষার মাধ্যমে। কোন কোন দেশে এটা 'ডিজাইন পেটেন্ট' নামেও পরিচিত।
- **ট্রেডমার্ক:** এক কোম্পানির পণ্য থেকে আরেক কোম্পানির পণ্য আলাদা করার কাজে ব্যবহৃত স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রতীকের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে ট্রেডমার্ক।
- **কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার**। মৌলিক সাহিত্য ও শৈল্পিক সৃষ্টিকর্ম কপিরাইট এবং সংশ্লিষ্ট অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা যায়। বিস্তৃত পরিসরের কাজ কপিরাইটের আওতাধীন, এর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও এর অর্ন্তভুক্ত (১১নং পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম দেখুন)।
- **নতুন উদ্ভিদের জাত**। অনেক দেশে, নতুন জাতের উদ্ভিদের প্রজনন প্রতিষ্ঠান 'প্লান্ট ব্রিডার্স রাইটস'-এর আকারে সুরক্ষা পেতে পারে, যে নতুন জাত অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্যতা, সমজাতীয়তা ও স্থিতিশীলতার বাধ্যবাধকতা পূরণ করে এবং যেটাকে একটি উপযুক্ত নামে আখ্যায়িত করা যায়। নতুন উদ্ভিদ জাতের সুরক্ষা বিষয়ক অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন *www.upov.ini* ওয়েবসাইট।
- **ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের লেআউট-ডিজাইন (বা টপোগ্রাফি):** মাইক্রোচিপ এবং সেমিকন্ডাক্টর চিপে ব্যবহৃত একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মৌলিক লেআউট-ডিজাইনের (বা টপোগ্রাফি) সুরক্ষাও আপনি লাভ করতে পারেন। এ জাতীয় সুরক্ষার আওতা লেআউট-ডিজাইন সম্বলিত কোনো পণ্যের চূড়ান্ত সংস্করণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

যদি কোনো উদ্ভাবন পেটেন্টযোগ্য হয় তাহলে কি পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদন করা উচিত?

সব সময় না। যদি কোনো উদ্ভাবন পেটেন্টযোগ্য হয়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, এটা বাণিজ্যিকভাবেও সফল প্রযুক্তি বা পণ্য। এ কারণে, পেটেন্ট আবেদন পত্র দাখিলের পূর্বে এ উদ্ভাবনের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা এবং এর সম্ভাব্য বিকল্প বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পেটেন্ট অনুমোদনের বিষয়টি হতে পারে ব্যয়বহুল এবং এর অনুমোদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকরীকরণ হতে পারে বেশ কষ্টসাধ্য। পেটেন্ট আবেদন পত্র দাখিল করা হবে কি হবে না তা নিতান্তই একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সুরক্ষা অর্জনের সম্ভাব্যতার ওপর, অর্থাৎ এর ব্যবসায়িক ব্যবহার থেকে যেন যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা যায়।

একটি পেটেন্ট আবেদন দাখিল করা হবে কি হবে না সে সিদ্ধান্ত নিতে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন :

- উদ্ভাবনের জন্য উপযুক্ত বাজার রয়েছে কি?
- আপনার উদ্ভাবনের বিকল্পগুলো কি কি এবং কিভাবে সেগুলো আপনার উদ্ভাবনের সঙ্গে তুলনাযোগ্য?
- বিদ্যমান কোনো পণ্যের উন্নতি সাধনে বা নতুন একটি পণ্য উন্নয়নে উদ্ভাবনটি কি গুরুত্বপূর্ণ? যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা কি আপনার কোম্পানির ব্যবসায়িক কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
- সম্ভাব্য লাইসেন্স গ্রহীতা বা বিনিয়োগকারী রয়েছে কি, যারা এ উদ্ভাবন বাজারজাতে সহায়তা করতে আগ্রহী?
- আপনার ব্যবসা ও প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এই উদ্ভাবন কতটা মূল্যবান?
- আপনার পণ্য থেকে উদ্ভাবনটি কি সহজে 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং' করা যায় বা এর থেকে অন্য ডিজাইন তৈরি (ডিজাইন অ্যারাউন্ড) কি সহজ?
- আপনি যেটা উদ্ভাবন করেছেন সেটা উদ্ভাবন ও পেটেন্ট করার সম্ভবনা অন্যদের, বিশেষ করে প্রতিযোগিদের, কতটুকু?
- বাজারে একচেটিয়া অবস্থান থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য মুনাফা কি পেটেন্ট খরচ পোষাতে পারবে? (পেটেন্ট খরচ বিষয়ে দেখুন পৃষ্ঠা ২০)
- এক বা একাধিক পেটেন্টের মাধ্যমে উদ্ভাবনের কোন দিকগুলো সুরক্ষা করা যাবে, এর আওতা কতটা বিস্তৃত হতে পারে এবং এটা কি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সুরক্ষা প্রদান করবে?
- পেটেন্ট অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চিহ্নিত করা কি সহজ হবে এবং পেটেন্ট কার্যকর করতে সময় ও আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগে আপনি কি প্রস্তুত?

১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানি আইটিএল করপোরেশন তাদের প্রথম পণ্যের জন্য ইউটিলিটি মডেলের আবেদন করে। পণ্যটি হচ্ছে স্বতন্ত্র ডিজাইনের একটি ভ্যাসেল বা পাত্র যেখানে রক্ত সংগ্রহের সুচগুলো রক্তপ্রদানকারীর শরীর থেকে রক্ত নেয়ার পর গুটিয়ে যায়। এই ইউটিলিটি মডেলটি পরবর্তী সময়ে পেটেন্টে রূপান্তর করা হয়। ডোনারকেয়ার® ট্রেডমার্কের অধীনে বাজারজাত করা এই পণ্যটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে দারুন সাফল্য পেয়েছে এবং মর্যাদাসম্পন্ন অনেক পুরস্কার জিতেছে।

www.wipo.int/sme/

পেটেন্ট বনাম গোপনীয়তা

আপনার উদ্ভাবন যদি পেটেন্টযোগ্যতার আবশ্যকতা পূরণ করে (১০নং পৃষ্ঠা দেখুন), সেক্ষেত্রে আপনার কোম্পানিকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে; উদ্ভাবনটিকে ট্রেড সিক্রেট হিসেবে ফেলে রাখা, এটা পেটেন্ট করা অথবা এটা উন্মোচন করার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যে, অন্য কেউ এটা পেটেন্ট করতে পারবে না (সাধারণত ডিফেনসিভ পাবলিকেশন হিসেবে পরিচিত), এভাবে এটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা।

অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের অধীনে ট্রেড সিক্রেটের সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে, তবে এটা নির্ভর করে আপনার নিজ দেশের আইন ব্যবস্থার ওপর। এক বা একাধিক আইনের নির্দিষ্ট ধারার মাধ্যমে বা গোপন তথ্য সুরক্ষার আইনের মাধ্যমে অথবা, কর্মী, পরামর্শক, গ্রাহক, ব্যবসায়িক অংশীদার অথবা এগুলোর একাধিক পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারার মাধ্যমে এই সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

ট্রেড সিক্রেট (ব্যবসায়িক গোপনীয়তা) সুরক্ষার কয়েকটি সুবিধা হচ্ছে :

- ট্রেড সিক্রেটের ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি'র প্রয়োজন হয় না;
- ট্রেড সিক্রেট সুরক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের বা সরকারি অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না এবং উদ্ভাবনও অপ্রকাশিত থেকে যায়;
- ট্রেড সিক্রেট সুরক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না;
- ট্রেড সিক্রেটের তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা রয়েছে।

ট্রেড সিক্রেট হিসেবে উদ্ভাবন সুরক্ষার অসুবিধাগুলো হচ্ছে :

- গোপনীয় তথ্য যদি একটি নতুন প্রবর্তিত পণ্যের মধ্যে যুক্ত থাকে, তাহলে অন্যরা এটাকে 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং' করতে সক্ষম হতে পারে, গোপনীয় বিষয়টি আবিষ্কার করতে পারে এবং এভাবে সেটা ব্যবহারের অধিকার পায়;
- গোপনীয় তথ্য অসমীচীনভাবে অর্জন, ব্যবহার বা প্রকাশের বিরুদ্ধেই কেবল ট্রেড সিক্রেট সুরক্ষা কার্যকর;
- গোপনীয় তথ্য যদি সর্বসাধারণের জন্য উন্মোচন করা হয় তাহলে যে সেটা পাবে সে তা ব্যবহার করতে পারবে;
- ট্রেড সিক্রেট কার্যকরীকরণ বেশ কষ্টসাধ্য, যেহেতু পেটেন্টের তুলনায় এর সুরক্ষার মাত্রা বেশ দুর্বল; এবং
- একটি ট্রেড সিক্রেট অন্যদের মাধ্যমে পেটেন্টকৃত হতে পারে, যারা যৌক্তিক উপায়ে একই উদ্ভাবন স্বাধীনভাবে উন্নয়ন করেছে।

উদ্ভাবন সুরক্ষার বিকল্প উপায় হিসেবে পেটেন্ট ও ট্রেড সিক্রেটকে দেখা হলেও, তারা প্রায়শ একে অপরের পরিপূরক। এর কারণ হচ্ছে, পেটেন্ট অফিস কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পেটেন্ট আবেদন গোপন থাকে। তাছাড়া, কিভাবে একটি পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন সফলভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ক জ্ঞান বা জানাশোনা প্রায়শ ট্রেড সিক্রেট হিসেবে গোপন রাখা হয়।

কি কি পেটেন্ট করা যাবে?

পেটেন্ট সুরক্ষার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবনকে অবশ্যই কতগুলো বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হয়। এগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, দাবিকৃত উদ্ভাবনটি হবে :

- পেটেন্টযোগ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত (১১নং পৃষ্ঠা দেখুন)
- নতুন (অভিনবত্বের আবশ্যকতা, ১২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
- উদ্ভাবনকুশল পদক্ষেপ সম্পন্ন (স্পষ্টত অপ্রতীয়মান বাধ্যবাধকতা, ১২নং পৃষ্ঠা দেখুন)
- শিল্পকারখানায় ব্যবহারের উপযোগী (ইউটিলিটি আবশ্যকতা, পৃষ্ঠা ১৩);এবং
- পেটেন্ট আবেদনপত্রে স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গমাত্রায় প্রকাশিত (প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, পৃষ্ঠা ১৩)

এসব আবশ্যকতা জানা বোঝার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে আপনার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোতে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কোন উদ্ভাবনগুলো পেটেন্ট করেছে সেগুলো পরীক্ষা করা। এটা করার জন্য, আপনি পেটেন্ট ডাটাবেজের সহায়তা নিতে পারেন (পেটেন্ট ডাটাবেজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ১৬ ও ১৭)।

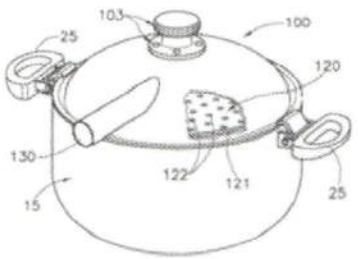

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পি সি টি/আই টি ২০০৩/০০০৪২৮ বাষ্পায়িত তরলের মাধ্যমে খাদ্য বা পানীয় তৈরির তৈজসপত্র

ইউটিলিটি মডেল

ইউটিলিটি মডেলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

- ইউটিলিটি মডেল অনুমোদনের শর্তগুলো ততটা কঠোর না, যেহেতু এখানে 'উদ্ভাবন কুশল পদক্ষেপ' বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয় স্বল্পমাত্রায় বা একেবারেই উপস্থিত থাকে না;
- ইউটিলিটি মডেল অনুমোদন কার্যবিধি সাধারণত পেটেন্টের তুলনায় দ্রুততর ও সরল;
- অনুমোদন লাভ ও রক্ষণাবেক্ষণ ফি সাধারণত পেটেন্টের তুলনায় কম;
- ইউটিলিটি মডেলের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মেয়াদ সাধারণত পেটেন্টের তুলনায় কম;
- কিছু দেশে, ইউটিলিটি মডেল নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে এবং কেবলমাত্র পণ্যের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হতে পারে (কোনো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নয়); এবং
- সাধারণত, একটি ইউটিলিটি মডেল আবেদনপত্র বা মঞ্জুরকৃত ইউটিলিটি মডেল একটি পূর্ণাঙ্গ পেটেন্ট আবেদনপত্রে রূপান্তর করা যায়।

www.wipo.int/sme/

পেটেন্টযোগ্যতার বিষয়বস্তু কী?

অধিকাংশ দেশ বা আঞ্চলিক পেটেন্ট আইনে, পেটেন্টযোগ্যতার বিষয়বস্তু নেতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ কি কি পেটেন্ট করা যাবেনা তারই উল্লেখ রয়েছে আইনে। যদিও দেশ ভেদে এ তালিকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তবে পেটেন্টযোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কয়েকটি খাতের উদাহরণ হচ্ছে :

- আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব;
- নান্দনিক সৃষ্টি;
- কর্মসূচি, আইন এবং মানসিক কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি;
- পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে ঘটে থাকে এমন বস্তুর হঠাৎ আবিষ্কার;
- উদ্ভাবনসমূহ যেগুলো সর্বসাধারণের মূল্যবোধ নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির প্রভাব রাখতে পারে;
- মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত ডায়াগনস্টিক, থেরাপিউটিক বা শল্য পদ্ধতি;
- মাইক্রো অর্গানিজম ব্যতীত উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং বিশেষ করে, অজৈব ও অনুজীব প্রক্রিয়া ব্যতীত, উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপাদনের জৈবিক প্রক্রিয়া; এবং
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম।

কম্পিউটার সফটওয়্যার সুরক্ষা

অনেক দেশে, গাণিতিক অ্যালগরিদম, যেটা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের উচ্চ-কার্যক্ষমতার ভিত্তি, **পেটেন্টের** মাধ্যমে সুরক্ষা করা যেতে পারে,অন্যদিকে অন্য দেশগুলোতে এটা **অপেটেন্টযোগ্য বিষয়বস্তু** হিসেবে পেটেন্টের বাইরে। এই দেশগুলোর কয়েকটিতে, সফটওয়্যার সম্পর্কিত উদ্ভাবন পেটেন্টযোগ্য, তবে শর্ত থাকে যে এটা সর্বোৎকৃষ্ট **কারিগরী অবদান** বলে বিবেচিত হবে। আপনার দেশে কম্পিউটার সফটওয়্যারের পেটেন্টযোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য নিজ দেশের জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসে যোগাযোগ করুন (পেটেন্ট অফিসগুলোর ওয়েবসাইট তালিকার জন্য দেখুন সংযুক্তি ২)।

অধিকাংশ দেশে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের অবজেক্ট কোড এবং সোর্স কোড **কপিরাইটের** মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা যায়। কপিরাইট সুরক্ষার জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু ঐচ্ছিক নিবন্ধন সম্ভব এবং কিছু দেশে এটা চাওয়া হয়ে থাকে। আওতার দিক থেকে পেটেন্ট সুরক্ষার তুলনায় কপিরাইট সুরক্ষা সীমিত, এটা কেবল আইডিয়া বা ধারণা প্রকাশের ভঙ্গি বা রীতিকেই সুরক্ষা দেয়, আইডিয়াকে নয়। অনেক কোম্পানি তাদের কম্পিউটার প্রোগ্রামের অবজেক্ট কোড কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখে, অন্যদিকে সোর্স কোড সংরক্ষণ করে **ট্রেড সিক্রেট** হিসেবে।

উদ্ভাবন কিভাবে নতুন বা অভিনব বলে বিবেচিত হয়?

একটি উদ্ভাবন তখনই নতুন বা অভিনব হবে যখন এটা প্রায়র আর্ট- এর অংশ হিসেবে কাজ করবে না। সাধারণত, **প্রায়র আর্ট** বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট কারিগরী জ্ঞান, যা পেটেন্ট আবেদন দাখিলের আগ থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত। এর মধ্যে রয়েছে, পেটেন্ট, পেটেন্ট আবেদন এবং সব ধরণের অপেটেন্টকৃত সাহিত্য।

প্রায়র আর্টের সংজ্ঞা এক এক দেশে এক এক রকম। অনেক দেশে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে সর্ব সাধারণের কাছে লিখিত আকারে উন্মুক্ত তথ্যই হচ্ছে প্রায়র আর্ট, তা সেটা হতে পারে মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে, প্রদর্শনের মাধ্যমে বা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে। এভাবে নীতিগতভাবে, বৈজ্ঞানিক জার্নালে কোনো উদ্ভাবন প্রকাশ, কোনো সম্মেলনে উপস্থাপন, বাণিজ্যে ব্যবহার বা কোম্পানির ক্যাটালগে ব্যবহার সেই উদ্ভাবনের অভিনবত্ব ঘুচিয়ে ফেলে এবং সেটা তখন অ-পেটেন্টযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে দূর্ঘটনাবশত উদ্ভাবনের উন্মোচন রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রায়র আর্টে কি কি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ্য একজন পেটেন্ট এজেন্টের সহায়তা নেয়া এখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়র আর্টে প্রায়শ অন্তর্ভূক্ত থাকে 'সিক্রেট প্রায়র আর্ট' যেমন ঝুলে থাকা অপ্রকাশিত পেটেন্ট আবেদন পত্র, তবে শর্ত থাকে যে পরবর্তী সময়ে এগুলো প্রকাশিত হবে।

উদ্ভাবনে 'উদ্ভাবনকুশল পদক্ষেপ' কখন বিবেচিত হয়?

একটি উদ্ভাবনের সঙ্গে ইনভেনটিভ স্টেপ বা উদ্ভাবন কুশল পদক্ষেপ (অথবা স্পষ্টত অপ্রতীয়মান) জড়িত বিবেচিত হবে তখন, যখন, প্রায়র আর্ট বিবেচনায় নিয়ে, উদ্ভাবনটি সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে দক্ষ কোনো ব্যক্তির কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে না। স্পষ্টত অপ্রতীয়মান বাধ্যবাধকতা এটা নিশ্চিত করে যে, সত্যিকারের সৃজনশীল ও কুশলতাময় সাফল্যের ক্ষেত্রেই কেবল পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়, ঐ জাতীয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নয় যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সহজেই অনুধাবন করতে পারে বা বুঝতে পারে।

অতীতে আদালতের আদেশের ভিত্তিতে কোনো কোনো দেশে যেসব উদ্ভাবনগুলো যথেষ্ট উদ্ভাবন কুশল বলে বিবেচিত হয়নি, সেগুলোর কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে : পণ্যের আকারে সামান্য পরিবর্তন; কোনো পণ্যকে বহনযোগ্য করে তোলা; যন্ত্রাংশে পরিবর্তন; উপকরণে পরিবর্তন; অথবা সমজাতীয় যন্ত্রাংশ বা কার্যক্ষমতার পরিবর্তন।

ক্রোয়েশিয়ান কোম্পানির পিঙা'র এন্টিবায়োটিক অ্যাজাইথ্রমাইসিনের ওপর পেটেন্ট কোম্পানিটিকে গত দশকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয়ের পথ সুগম করেছে। বিদেশি একটি বড় ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে সফল লাইসেন্সিং চুক্তির ভিত্তি ছিল ঐ পেটেন্ট।

'শিল্পকারখানায় ব্যবহারের সক্ষমতা' বলতে কী বোঝায়?

পেটেন্টযোগ্য হতে হলে, একটি উদ্ভাবনকে অবশ্যই শিল্পকারখানা বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। একটি উদ্ভাবন কেবল তত্ত্বগত কিছু হতে পারে না; এটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে হবে এবং এর কিছু ব্যবহারিক সুবিধা থাকবে। এখানে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' শব্দটি বিস্তৃত অর্থে বোঝানো হচ্ছে, যেটা বুদ্ধিবৃত্তিক বা নান্দনিক কর্মকান্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এর মধ্যে রয়েছে কৃষিসহ অন্যান্য কর্মকান্ড। কিছু কিছু দেশে, শিল্প কারখানায় ব্যবহারযোগ্যতার বদলে যে শর্তটি থাকে সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি বা উপযোগিতা। জেনেটিক সিকোয়েন্স-এর পেটেন্টের ক্ষেত্রে এই ইউটিলিটি বাধ্যবাধকতা খুবই গুরুত্বপূণ, যেখানে আবেদন জমা দেয়ার সময় এর উপযোগিতা না ও জানা যেতে পারে।

প্রকাশের আবশ্যকতা কী?

অধিকাংশ দেশের জাতীয় আইন অনুসারে, একটি পেটেন্ট আবেদন পত্রে উদ্ভাবনটি অবশ্যই স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে হবে যেন সংশ্লিষ্ট কারিগরী খাতে দক্ষ একজন ব্যক্তির পক্ষে সেই উদ্ভাবন পরিচালনা করা সম্ভব হয়। কোন কোন দেশে, পেটেন্ট আইনে উদ্ভাবককে সেই উদ্ভাবনটি প্রয়োগের 'সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' প্রকাশ করতে হয়। মাইক্রোঅর্গানিজম বিষয়ে পেটেন্টের ক্ষেত্রে, অনেক দেশেই মাইক্রোঅর্গানিজম একটি স্বীকৃত ডিপোজিটরি সংস্থায় জমা রাখার প্রয়োজন হয়।

প্রাণী বিজ্ঞানে পেটেন্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, প্রাণীবিজ্ঞানে (বিশেষ করে জৈব প্রযুক্তিতে) পেটেন্টের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে এবং এ বিষয়ে কোনগুলো পেটেন্ট করা যাবে সে বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্যও রয়েছে। প্রায় সব দেশই **মাইক্রোঅর্গানিজম** বিষয়ক উদ্ভাবন পেটেন্টের অনুমোদন দেয়, তবে এক্ষেত্রে অর্গানিজম-এর একটি নমুনা স্বীকৃত ডিপোজিটরি সংস্থায় জমা রাখতে হয়, যখন এ অর্গানিজম সবার কাছে অজানা এবং যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িতও হয়নি। অধিকাংশ দেশ পেটেন্টযোগ্যতার বিষয়বস্তু থেকে **উদ্ভিদ ও প্রাণী** বাদ দিয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো জৈবিক উপাদান পেটেন্টের অনুমোদন দেয় যখন সেই উপাদানকে তার স্বাভাবিক (আকৃতিক) পরিবেশ থেকে আলাদা করা হয় ও পরিশুদ্ধ করা হয় বা কোনো কারিগরী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা যায়। জাতীয় আইনে আরো নির্দিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভাবনের তালিকা রয়েছে যেগুলো পেটেন্ট করা নাও যেতে পারে, যেমন মানব ক্লোনিং প্রক্রিয়া বা মানুষের জেনেটিক পরিচয় পরিবর্তনে নিয়োজিত কোনো প্রক্রিয়া।

উদ্ভিদের নতুন জাত হয় পেটেন্ট, না হয় উদ্ভিদের নতুন জাত সংরক্ষণের একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বা এই দুই ব্যবস্থার সম্মিলিত কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে সুরক্ষা করা যেতে পারে, তবে এটা নির্ভর করে এক একটি দেশের ওপর (আরো তথ্যের জন্য দেখুন *www.upov.int* ওয়েবসাইট)।

পেটেন্টের মাধ্যমে কোন অধিকারগুলো মঞ্জুর করা হয়?

একটি পেটেন্ট এর মালিককে সেই উদ্ভাবনটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য কারোর **অধিকার রহিত** করার ক্ষমতা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে, মালিকের অনুমোদন ছাড়া সেই উদ্ভাবন ব্যবহার করে একটি পণ্য তৈরি, ব্যবহার, বিক্রির প্রস্তাব, বিক্রয় বা আমদানি করার অন্যের অধিকার নিষিদ্ধ বা বন্ধ রাখার অধিকার।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি পেটেন্ট এর মালিককে 'ব্যবহারের স্বাধীনতা' প্রদান করে না বা পেটেন্টের আওতাভুক্ত উদ্ভাবন নিজ স্বার্থে ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে না, কেবল এ অধিকার থেকে অন্য সবাইকে বাদ রাখে। এটাকে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য বলে মনে হতে পারে, তবে পেটেন্ট ব্যবস্থা বিষয়ে জানাবোঝা এবং কিভাবে একাধিক পেটেন্টের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ঘটে তা জানাটা খুব জরুরি। আসলে, অন্যের মালিকানাধীন পেটেন্ট আপনার নিজের পেটেন্টের অংশত অধিক্রমণ করতে পারে বা পরিপূরক হতে পারে। এ কারণে আপনার নিজের পেটেন্ট বাণিজ্যিকীকরণের সময় অন্যান্য মালিকদের পেটেন্ট ব্যবহারের জন্য একটি লাইসেন্স নেয়ার বা অন্যকে লাইসেন্স দেয়ার দরকার হতে পারে।

এছাড়া, কিছু নির্দিষ্ট উদ্ভাবন (যেমন ওষুধ) বাণিজ্যিকীকরণের পূর্বে অন্যান্য ছাড় পত্রের প্রয়োজন হয় (সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে বাজারজাতের অনুমোদন)।

উদ্ভাবক কে এবং একটি পেটেন্টের মালিকানা কার থাকে?

যে ব্যক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে প্রথম ধারণা করেন তিনি হচ্ছেন উদ্ভাবক, অন্যদিকে যে ব্যক্তি (বা কোম্পানি) পেটেন্ট আবেদন জমা দেন তিনি হচ্ছেন পেটেন্ট আবেদনকারী, ধারক বা মালিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভাবকও আবেদন করতে পারেন, তবে এ দু'জন সাধারণত আলাদা আলাদা স্বত্ত্বা; আবেদনকারী প্রায়শ হয়ে থাকে কোনো কোম্পানি বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা উদ্ভাবককে নিয়োগ প্রদান করে। নিচের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিগুলো বিশ্লেষণ করা জরুরি :

- **এমপ্লয়ি ইনভেনশনস:** অধিকাংশ দেশে, চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় উন্নয়নকৃত কোনো উদ্ভাবন আপনা আপনি নিয়োগকারীর দখলে যায়। আবার কিছু দেশে, এটা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন চাকরির শর্তে এটা উল্লেখ থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, (যেখানে নিয়োগ বিষয়ক কোনো চুক্তি থাকে না) উদ্ভাবন ব্যবহারের অধিকার থাকে উদ্ভাবকের, কিন্তু নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যে সেই উদ্ভাবন ব্যবহারের অধিকার প্রদান করা হয়, যে অধিকার ঠিক একচেটিয়া নয় ('শপ রাইটস' বলা হয়)। ভবিষ্যতে কোনো বিরোধ মীমাংসায় এমপ্লয়ি ইনভেনশন বিষয়ক মালিকানার বিষয়টি যেন নিয়োগ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করতে নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট আইনে কি বিধান রয়েছে তা দেখাটা জরুরি।

www.wipo.int/sme/

- **ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনট্রাকটরস:** অধিকাংশ দেশে, একটি নতুন পণ্য বা প্রক্রিয়া উন্নয়নে কোম্পানি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি (ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনট্রাকটরস) নিয়োগ দেয় যার মালিকানায় থাকে উদ্ভাবনটি, যদি না অন্যভাবে সেটা উল্লেখ থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, কোম্পানিকে যদি উদ্ভাবনের স্বত্ব প্রদান করে কোনো লিখিত চুক্তি সম্পাদিত না হয়, সেক্ষেত্রে উদ্ভাবিত পণ্য বা প্রক্রিয়ার ওপর কোম্পানির কোনো মালিকানা থাকবে না, এমনকি এজন্য যদি কোম্পানি সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনট্রাকটরকে অর্থ পরিশোধ করে থাকে।
- **যৌথ উদ্ভাবক:** যদি একটি উদ্ভাবন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি যথাযথ অবদান রাখেন তাহলে তাদেরকে যৌথ উদ্ভাবক হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে এবং পেটেন্ট আবেদনপত্রে এভাবে উল্লেখ করতে হবে। যদি যৌথ উদ্ভাবকরা নিজেরাই পেটেন্ট আবেদন করেন সেক্ষেত্রে তাদের দু'জনকেই যৌথভাবে পেটেন্ট মঞ্জুর করা হবে।
- **যৌথ মালিক:** একের অধিক মালিক বা স্বত্বার মালিকানাধীন কোনো পেটেন্টের সুবিধা মতন ব্যবহার বা কার্যকরী করতে বিভিন্ন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের আইনকানুন এক এক রকম। কিছু ক্ষেত্রে, যৌথ উদ্ভাবকদের একজন একটি পেটেন্ট লাইসেন্স অনুমোদন করতে পারেন না বা যৌথ মালিকদের অনুমতি ছাড়া তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অধিকার লঙ্ঘিত হলে একা একা মামলাও করতে পারেন না।

সামারি চেকলিস্ট

- **আপনার উদ্ভাবনটি কি পেটেন্ট করা উচিত?** পেটেন্ট সুরক্ষার সুবিধাগুলো বিবেচনা করুন, বিকল্প পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করুন (গোপনীয়তা, ইউটিলিটি মডেল ইত্যাদি) এবং আয়/ব্যয়ের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করুন। আপনি যেন সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে পেটেন্ট সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলো পড়ুন।
- **আপনার উদ্ভাবনটি কি পেটেন্টযোগ্য?** পেটেন্টযোগ্যতার বাধ্যবাধকতা গুলো বিবেচনা করুন, আপনার দেশে কোনগুলো পেটেন্টযোগ্য তা অনুসন্ধান করুন এবং একটি আমর আই অনুসন্ধান পরিচালনা করুন (পরের অধ্যায় দেখুন)।
- যারা উদ্ভাবন উন্নয়নে হয় আর্থিকভাবে, না হয় কারিগরীভাবে অংশ নিয়েছে এইরূপ কোম্পানি, এর কর্মী এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদারদের মধ্যে **উদ্ভাবনের ওপর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট কি না নিশ্চিত হোন।**

২. কিভাবে একটি পেটেন্ট লাভ করা যায়?

কোথা থেকে শুরু করা উচিত?

সাধারণত প্রাথমিক ধাপটি হচ্ছে **প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান** পরিচালনা করা। বিশ্বব্যাপী ৪ কোটিরও বেশি মঞ্জুরকৃত পেটেন্ট এবং কোটি কোটি মুদ্রিত প্রকাশনা রয়েছে যেগুলো আপনার পেটেন্ট আবেদনের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রায়র আর্ট। এ কারণে ঝুঁকি থেকে যায় যে, ওগুলোর কিছু রেফারেন্স বা রেফারেন্সের সংমিশ্রণ আপনার উদ্ভাবনকে অভিনব নয় বলে প্রমাণ করতে পারে এবং এ কারণে আপনার উদ্ভাবনটি সাধারনত পেটেন্ট-অযোগ্যও হতে পারে।

একটি প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান আপনাকে একটি পেটেন্ট আবেদনের ওপর অযথা ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি সেই অনুসন্ধান এমন কোনো প্রায়র আর্ট রেফারেন্স তুলে আনে যেটা আপনার উদ্ভাবনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি প্রায়র আর্ট অনুসন্ধানের আওতা সংশ্লিষ্ট সব অপেটেন্টকৃত সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন, এর মধ্যে রয়েছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক জার্নাল, পাঠ্যবই, সম্মেলন বিবরণী, থিসিস, ওয়েবসাইট, কোম্পানি ব্রশিয়র, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা এবং সংবাদপত্রের নিবন্ধ। পেটেন্ট তথ্য হচ্ছে **ক্লাসিফায়েড (শ্রেণীবদ্ধ) কারিগরী তথ্যের একটি স্বতন্ত্র উৎস,** যেটা কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসা পরিকল্পনার জন্য খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন সর্বসাধারণের জন্য প্রথম বারের মত উন্মোচিত হয় যখন পেটেন্ট বা পেটেন্ট আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। এভাবে নতুন পণ্যটি বাজারে আসার অনেক আগেই পেটেন্ট এবং পেটেন্ট আবেদনপত্র চলমান গবেষণা বা উদ্ভাবন বিষয়ে জানাশোনার সুযোগ প্রদান করে থাকে। যে কোনো কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগের প্রয়োজনীয় ইনপুটের অংশ হওয়া উচিত পেটেন্ট অনুসন্ধান।

পেটেন্ট ডাটাবেজ অনুসন্ধানের গুরুত্ব

একটি উদ্ভাবন পেটেন্টযোগ্য কি না তা পরীক্ষা করার পাশাপাশি পেটেন্ট ডাটাবেজের সময়মত ও কার্যকর অনুসন্ধান কিছু কিছু বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য প্রদান করতে পারে। এগুলো হচ্ছে :

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিযোগীদের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কর্মকাণ্ড;
- একটি নির্দিষ্ট কারিগরী খাতের চলমান প্রবণতা;
- লাইসেন্সিংয়ের জন্য প্রযুক্তি;
- সম্ভাবনাময় সরবরাহকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার বা গবেষকদের উৎস;
- দেশে এবং বিদেশে সম্ভাব্য উপযুক্ত বাজার;
- অন্য প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট, যেটা নিশ্চিত করবে যে আপনার পণ্য তাদের অধিকার ভঙ্গ করবে না ('ফ্রিডম টু অপারেট');
- সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট, যার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ঐসব প্রযুক্তি, যা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে; এবং
- বিদ্যমান প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য নতুন উন্নয়ন।

www.wipo.int/sme/

কোথায় এবং কীভাবে প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান করা যায়?

অধিকাংশ পেটেন্ট অফিসের মাধ্যমে প্রকাশিত পেটেন্ট এবং পেটেন্ট আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যেটা প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। যেসব IP অফিস বিনা পয়সায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাদের **পেটেন্ট ডাটাবেজ অনলাইনে রেখেছে** সেগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে *www.wipo.int/ipd/en/resources/links.jsp* ওয়েবসাইটে। এছাড়া, ফি'র বিনিময়ে অধিকাংশ দেশের জাতীয় পেটেন্ট অফিস পেটেন্ট অনুসন্ধান সেবা প্রদান করে।

পেটেন্ট সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়াটি এতটা সহজ হয়েছে কেবল ইন্টারনেটের কল্যাণে, এটা ছাড়া উচ্চ মানসম্পন্ন পেটেন্ট অনুসন্ধানের কাজটি সহজ হত না। পেটেন্ট পরিভাষা প্রায়শ জটিল ও অবোধ্য এবং পেশাগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞানও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যদিও অনলাইন পেটেন্ট ডেটাবেজ বিনা পয়সায় প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করা যায়, তবুও অধিকাংশ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পেটেন্ট তথ্য প্রয়োজন হয় (অর্থাৎ পেটেন্ট আবেদন করা হবে কি হবে না), এ কারণে তারা একজন পেটেন্ট পেশাজীবীর সেবার ওপর নির্ভর করে এবং/বা আরো অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক ডাটাবেজ ব্যবহার করে। একটি কি-ওয়ার্ড (মূল শব্দ), পেটেন্ট শ্রেণীভুক্তকরণ (ক্লাসিফিকেশন) বা অন্যান্য অনুসন্ধান মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। যে ধরনের অনুসন্ধান কৌশল, শ্রেণীভুক্তকরণ পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা হয় এবং যে ব্যক্তি এটা অনুসন্ধান করেন তার কারিগরী দক্ষতা এবং যে পেটেন্ট ডাটাবেজ ব্যবহার করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে প্রায়র আর্ট উন্মোচিত হয়।

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট শ্রেণীভুক্তকরণ

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট শ্রেণীভুক্তকরণ (ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ক্লাসিফিকেশন–IPC) হচ্ছে একটি ক্রমাধিকার তান্ত্রিক শ্রেণীভুক্তকরণ পদ্ধতি। পেটেন্ট তথ্যাদি শ্রেণীবদ্ধ করতে ও অনুসন্ধানে এটা ব্যবহৃত হয়। পেটেন্ট দলিলাদি ক্রমানুসারে বিন্যাস করার কাজে এটা একটি উপকরণ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, তথ্য বিতরণের নির্বাচিত ভিত্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক তথ্য অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে এটা। IPC'র সপ্তম সংস্করণ গঠিত **৮ টি অধ্যায়ে,** যেটা **১২০ টি শ্রেণী, ৬২৮ টি উপশ্রেণী এবং ৬৯,০০০ দলে** বিভক্ত। ৮ টি অধ্যায় হচ্ছে :

ক. মানব আবশ্যকতা;
খ. শৈল্পিক কর্মকান্ড; পরিবহন;
গ. রসায়ন, ধাতুবিদ্যা;
ঘ. বস্ত্রশিল্প; কাগজ;
ঙ. স্থায়ী নির্মাণ;
চ. যন্ত্রকৌশল; আলোক প্রজ্জ্বলন (লাইটিং); তাপ উৎপাদন (হিটিং); অস্ত্র; বিস্ফোরক;
ছ. পদার্থবিদ্যা;
জ. বিদ্যুৎ (ইলেক্ট্রিসিটি) বর্তমানে, ১০০টি দেশ তাদের পেটেন্ট শ্রেণীবদ্ধকরণে IPC ব্যবহার করছে। ওয়েব ঠিকানা হচ্ছে *www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html.*

পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদন কিভাবে করা যায়?

প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান এবং পেটেন্ট সুরক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর, একটি পেটেন্ট আবেদন পত্র প্রস্তুত করে জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে উদ্ভাবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য, পেটেন্ট দাবি (ক্লেইম) যেটা আবেদনকৃত পেটেন্টের আওতা নির্দেশ করবে, ড্রয়িং এবং একটি সংক্ষিপ্ত সার (অ্যাবস্ট্রাক্ট)। (একটি পেটেন্ট আবেদনের কাঠামো বিষয়ক আরো তথ্যের জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ২৪)। কোনো কোনো পেটেন্ট অফিস ইন্টারনেটের মাধ্যমে আবেদনপত্র দাখিলের সুযোগ প্রদান করে থাকে। আবার কোন কোন দেশে, একটি সাময়িক পেটেন্ট আবেদনপত্র পূরণের অপশন থাকতে পারে (২৩ পৃষ্ঠার বক্স আইটেম দেখুন)।

পেটেন্ট আবেদনপত্র প্রস্তুতের কাজটি সাধারণত একজন পেটেন্ট অ্যাটর্নি বা এজেন্ট করে থাকেন, যিনি আবেদন প্রক্রিয়ায় আপনার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরের পৃষ্ঠার বক্স আইটেমে আবেদন প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা এক এক দেশে এক এক রকম হতে পারে। এ কারণে আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় ফি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় পেটেন্ট অফিস বা একটি পেটেন্ট সেবা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া প্রয়োজন।

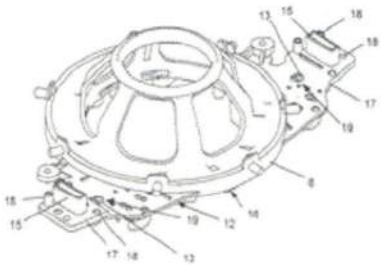

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পিটিসি/ডি ই ২০০৩/০০৩৫১০। মোটর গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল-এ যুক্ত রয়েছে সমন্বিত এয়ারব্যাগ মডিউল।

আবেদনপত্র প্রক্রিয়াজাত– ধাপে ধাপে

পেটেন্ট জন্য পেটেন্ট অফিস যে ধাপগুলো গ্রহণ করে থেকে তা দেশভেদে ভিন্নতর হতে পারে, তবে প্রধানত নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করে:

- **আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা :** পেটেন্ট অফিস আবেদন পত্রটি পরীক্ষা করে এটা নিশ্চিত করবে যে, প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা বা আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে এই আবেদনপত্রটি সঙ্গতিপূর্ণ (অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র অর্ন্তভূক্ত রয়েছে এবং আবেদন ফি পরিশোধ করা হয়েছে)।
- **অনুসন্ধান :** অনেক দেশেই, নব প্রবর্তন সংশ্লিষ্ট খাতে প্রায়র আর্ট নির্ধারণের জন্য পেটেন্ট অফিস একটি অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে। এই অনুসন্ধান রিপোর্টটি স্বতন্ত্র (সাবসট্যানসিভ) পরীক্ষার সময় প্রায়র আর্টের সঙ্গে দাবীকৃত উদ্ভাবনের তুলনা করে।
- **স্বতন্ত্র পরীক্ষা :** স্বতন্ত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আবেদন পত্রটি যে পেটেন্টযোগ্যতার বাধ্যবাধকতা পূরণ করেছে তা নিশ্চিত করা। সকল পেটেন্ট অফিসই পেটেন্টযোগ্যতার সব আবশ্যকতার বিপরীতে আবেদনপত্র পরীক্ষা করে না, এবং কোনো কোনো অফিস একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুরুদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকে। এই পরীক্ষার ফলাফল লিখিত আকারে আবেদনকারীর (অথবা তার অ্যাটর্নি) কাছে পাঠানো হয় যেন সে এর উত্তর দিতে পারে বা পরীক্ষার সময়ে উত্থাপিত কোনো অভিযোগ আবেদনপত্র থেকে বাদ দিতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ফলাফল প্রায়শ পেটেন্টের দাবীর আওতাকে সংকুচিত করে।
- **প্রকাশনা :** অধিকাংশ দেশে, পেটেন্ট আবেদনপত্র জমা দেয়ার ১৮ মাস পর পেটেন্ট আবেদনপত্রটি প্রকাশিত হয়। সাধারণত, পেটেন্ট মঞ্জুরের পর পেটেন্ট অফিস এটা প্রকাশ করে।
- **অনুমোদন :** পরীক্ষার পর যদি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে পেটেন্ট অফিস পেটেন্ট মঞ্জুর/অনুমোদন করে এবং অনুমোদনের একটি সনদ ইস্যু করে।
- **বিরোধিতা :** অধিকাংশ পেটেন্ট অফিস একটি নির্দিষ্ট সময় প্রদান করে থাকে, যে সময়ের মধ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষ পেটেন্ট মঞ্জুরের বিরোধিতা করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, তৃতীয় কোনো পক্ষ এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করতে পারে যে দাবিকৃত পেটেন্টটি কোনো নব প্রবর্তন নয়। বিরোধিতা করা যায় পেটেন্ট মঞ্জুরের পূর্বে বা পরে এবং একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কেবল এই বিরোধিতা করা সম্ভব।

পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল
↓
আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা
↓
আবেদনপত্র প্রকাশ
↓
অনুসন্ধান এবং স্বতন্ত্র পরীক্ষা
↓
অনুমোদন ও প্রকাশনা
↓
বিরোধিতা

উপরের পদ্ধতিটি হচ্ছে কিছু পেটেন্ট অফিসের পেটেন্ট অনুমোদন প্রক্রিয়ার ছক। এটা জানা জরুরি যে, এপদ্ধতি এক এক অফিসের ক্ষেত্রে এক এক রকম।

উদ্ভাবন পেটেন্টের ক্ষেত্রে খরচ কি রকম?

পেটেন্ট খরচ এক দেশ থেকে আরেক দেশে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে/কমতে পারে। এক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় নির্ভর করে, যেমন উদ্ভাবনে প্রকৃতি, এর জটিলতা, অ্যাটর্নি ফি, আবেদনের দৈর্ঘ্য এবং পেটেন্ট অফিসের পরীক্ষা চলাকালে উত্থাপিত কোনো অভিযোগ। এটা স্মরণ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পেটেন্ট আবেদন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট খরচ বিষয়ে যথাযথ বাজেট করাও জরুরি।

- **প্রায়র আর্ট অনুসন্ধানের** কাজে সাধারণত খরচ জড়িত, বিশেষ করে আপনি যদি একজন বিশেষজ্ঞের সেবার ওপর নির্ভর করেন;
- আবেদনপত্র দাখিলের জন্য **আনুষ্ঠানিক ফি** পরিশোধ করতে হয় যেটা এক এক দেশের ক্ষেত্রে এক এক রকম। ফি কাঠামো সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিস। SME (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান) এবং অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কিছু দেশে ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, অতিরিক্ত ফি পরিশোধের ভিত্তিতে কিছু দেশ ত্বরান্বিত অনুসন্ধানের সুবিধা প্রদান করে।
- আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য (পেটেন্টযোগ্যতা বিষয়ে মতামত প্রদান, পেটেন্ট আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি, আনুষ্ঠানিক ড্রয়িং প্রস্তুত এবং পেটেন্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ) আপনি যদি একজন **পেটেন্ট অ্যাটর্নি/এজেন্টের** সেবার ওপর নির্ভর করেন তাহলে আতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে।
- পেটেন্ট অফিসের মাধ্যমে পেটেন্ট মঞ্জুরের পর আপনাকে অবশ্যই **রক্ষণাবেক্ষণ বা নবায়ন** ফি প্রদান করতে হবে, পেটেন্টের বৈধতা রক্ষার জন্য সাধারণত বছর ভিত্তিতে এটা পরিশোধ করতে হয়;
- আপনি যদি বিদেশে আপনার উদ্ভাবন পেটেন্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশে **পেটেন্ট দাখিলের ফি** পরিশোধের কথা বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া রয়েছে **অনুবাদ খরচ** এবং স্থানীয় **পেটেন্ট এজেন্টের সেবা খরচ** (যেটা অধিকাংশ দেশে বিদেশি আবেদনপত্রের জন্য বাধ্যতামূলক);
- **মাইক্রোঅর্গানিজম** সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে মাইক্রোঅর্গানিজম বা জৈবিক উপকরণটি একটি স্বীকৃত ডিপোজিটরি সংস্থায় জমা দেয়া অত্যাবশ্যক, আবেদন ফি, জমাকৃত উপকরণটি সংরক্ষণ এবং এর সক্ষমতা পরীক্ষার খরচ পরিশোধ করতে হবে।

OAPI পেটেন্ট নং ৪০৮৯৩। ইমার্জেন্সি অটোট্রান্সফিউশন সেটটি (ইএটি-সেট) উদ্ভাবন ও পেটেন্ট করেন [illegible] ওডিয়োমোওভাদে। যেসব রোগী অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ভোগেন তাদের শরীরের গহ্বর থেকে রক্তক্ষরণ নিরাময়ে এই যন্ত্রটি সহায়তা করে। এই পণ্যটি বাণিজ্যিকীকরণ করেছে ইএটি-সেট ইন্ডাস্ট্রিজ, ফার্স্ট মেডিকেল এবং স্টেরাইল প্রডাক্টস।

একটি পেটেন্ট আবেদনপত্র কখন জমা দেয়া উচিত?

পেটেন্ট আবেদন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকলেই কেবল পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য আবেদন দাখিল করা ভালো। তবে, এখানে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেটা আবেদনকারীকে একটি পেটেন্ট আবেদনপত্র জমা দেয়ার উৎকৃষ্ট সময়টি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। আবেদনপত্র দ্রুত জমার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- বিশ্বের অধিকাংশ দেশে (যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত, ২২ পৃষ্ঠায় বক্স আইটেমটি দেখুন) পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয় ফার্স্ট-টু-ফাইল ভিত্তিতে অর্থাৎ আগে জমা দিলে আগে মঞ্জুর। এ কারণে কোনো উদ্ভাবন বিষয়ে আপনিই যে প্রথম আবেদন করেছেন সেটা নিশ্চিত করতে আবেদনপত্র আগে জমা দেয়ার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেন অন্যের কাছে আপনার উদ্ভাবনটি পরাজিত না হয়।
- আপনি যদি আর্থিক সহায়তা প্রত্যাশা করেন বা আপনার উদ্ভাবন বাণিজ্যিকীকরণের জন্য লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য দ্রুত আবেদন করাটা সহায়ক হবে।
- সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট অফিস অনুমোদন দিলেই কেবল আপনি একটি পেটেন্ট কার্যকর করতে পারেন, যেটা এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে কয়েক বছরও সময় লাগতে পারে (২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এ সত্ত্বেও, উদ্ভাবন হাতে পেয়েই পেটেন্ট আবেদনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ার কিছু অসুবিধাও থাকতে পারে। এর কারণগুলো হচ্ছে :

- আপনি যদি বেশ আগেই আবেদন করে থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন সেক্ষেত্রে উদ্ভাবন বিষয়ে পূর্বের বিবরণ পরিবর্তন করা সাধারণত সম্ভবপর হয় না।
- একটি দেশ বা অঞ্চলে পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিলের পর একই উদ্ভাবন বিষয়ে আপনার ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব দেশে আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদন দাখিলের পর আপনার হাতে সময় থাকে ১২ মাস (অগ্রাধিকারমূলক তারিখ বিষয়ে তথ্যের জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ৩০)। এটা সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে যদি বিভিন্ন দেশের আবেদন ফি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আপনার কোম্পানির জন্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হচ্ছে পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি (PCT) ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০ মাস সময়ের জন্য অনুবাদ ফি ও আবেদন ফি স্থগিত রাখা।

পেটেন্ট আবেদন দাখিলের উপযুক্ত সময় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, উদ্ভাবনটি প্রকাশের আগেই যেন আবেদন করা হয়। আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে এটা প্রকাশ করা যেতে পারে (অর্থাৎ পরীক্ষামূলক বাজারজাতের জন্য, বিনিয়োগকারী বা অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদারদের কাছে), তবে একটি গোপনীয়তা বা অ-প্রকাশযোগ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ভিত্তিতেই সেটা করা উচিত।

পেটেন্ট আবেদন দাখিলের পূর্বে একটি উদ্ভাবন গোপন রাখা কতটা জরুরি?

আপনি যদি আপনার উদ্ভাবনের ওপর একটি পেটেন্ট পেতে আগ্রহী হোন, তাহলে আবেদন দাখিলের পূর্বে তা গোপন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক পরিস্থিতিতেই, আবেদন দাখিলের পূর্বে উদ্ভাবনটি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ এর অভিনবত্ব বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করবে, এটাকে অপেটেন্টযোগ্য করে তুলবে, যদি না প্রযোজ্য আইনে **'গ্রেস পিরিয়ড'** না থাকে (২৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এ কারণে, উদ্ভাবক, গবেষক ও কোম্পানিগুলোর জন্য উদ্ভাবন বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ এড়িয়ে যাওয়ায় উচিত, যে তথ্যগুলো পেটেন্ট আবেদন দাখিলের আগ পর্যন্ত এর পেটেন্টযোগ্য তাকে আক্রান্ত করতে পারে।

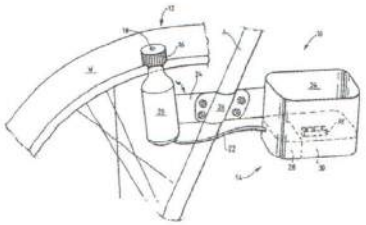

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পি সি টি/আই বি০১/০০৭০৬। মোবাইল ফোন চার্জিংয়ে অগ্রগতি।

ফার্স্ট-টু-ফাইল বনাম ফার্স্ট-টু-ইনভেন্ট

অধিকাংশ দেশে, পেটেন্ট অনুমোদন করা হয় ঐ **প্রথম ব্যক্তিকে যিনি কোনো উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল করেন**। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে **ফার্স্ট-টু-ইনভেন্ট** পদ্ধতি কার্যকর। এর অর্থ হচ্ছে, একই উদ্ভাবন বিষয়ে পেটেন্ট আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, পেটেন্টটি ঐ প্রথম উদ্ভাবককে মঞ্জুর করা হবে যিনি উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রথম ধারণাটি প্রকাশ করেন এবং উদ্ভাবনটি বাস্তব রূপ দেন, তা তিনি প্রথম আবেদনপত্র দাখিল করেন আর নাই করেন। ফার্স্ট-টু-ইনভেন্ট পদ্ধতিতে উদ্ভাবক প্রমাণের ক্ষেত্রে, যত্নসহকারে রক্ষিত, সময়মত স্বাক্ষরিত এবং তারিখ যুক্ত **গবেষণাগার নোটবুক** (ল্যাবরেটরি নোটবুক) সংরক্ষণ করাটা অত্যন্ত জরুরি, যেগুলো আরেকটি কোম্পানি বা উদ্ভাবকের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রেস পিরিয়ড কী?

কোন কোন দেশের জাতীয় আইনে ৬ থেকে ১২ মাসের একটি 'গ্রেস পিরিয়ড' বা অনুগ্রহমূলক সময় প্রদানের সুবিধা রয়েছে। উদ্ভাবক কর্তৃক উদ্ভাবন বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সময় থেকে বা আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিলের পর থেকে এ সময় অনুমোদন করা হয়, যেখানে এ জাতীয় তথ্য উন্মোচনের ফলে কোনো উদ্ভাবন এর পেটেন্ট- যোগ্যতা হারায় না। এই দেশগুলোতে, একটি কোম্পানি তার উদ্ভাবন প্রকাশ করতে পারে, যেমন বাণিজ্য মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে বা কোম্পানি ক্যাটালগ বা কারিগরী জার্নালে প্রকাশ করে, এবং গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে পেটেন্ট আবেদন দাখিল করতে পারে, যেখানে উদ্ভাবনটি এর পেটেন্ট- যোগ্যতা হারাবে না বা একটি পেটেন্ট অর্জন থেকে বাধা প্রাপ্ত হবে না।

তবে, এটা সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, আপনার নিজের দেশে গ্রেস পিরিয়ডের ওপর নির্ভরশীলতা অন্যান্য বাজারে এ উদ্ভাবনের পেটেন্ট মঞ্জুর প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করবে, যেখানে গ্রেস পিরিয়ড নেই।

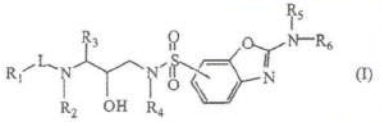

(I)

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আবেদন নং পি সি টি/ই পি ০২/০৫২১২ ব্রডস্পেকট্রাম ২-অ্যামিনো-বেনজোজেজোল সালফোনামাইড এইচ আই ভি প্রোটিজ ইনহেবিটরস।

সাময়িক পেটেন্ট আবেদন

গুটি কয়েক দেশে, (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র) আবেদনকারীদের জন্য একটি সাময়িক পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিলের সুযোগ রয়েছে। পেটেন্ট ব্যবস্থায় তুলনামূলক স্বল্প খরচে ঢোকার জন্য এই সাময়িক পেটেন্ট আবেদন প্রণীত হয়েছে। আবেদনকারীকে এরপর একটি পূর্ণাঙ্গ পেটেন্ট আবেদন দাখিলের পূর্বে বছর খানেক অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিভাবে সাময়িক পেটেন্ট আবেদন কাজ করে সেটা এক এক দেশের ক্ষেত্রে এক এক রকম। এই সুযোগ প্রদানকারী দেশগুলো সাধারণত অভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে, যেগুলো হচ্ছে :

- সাময়িক পেটেন্ট আবেদনপত্র সাধারণত স্বতন্ত্র পরীক্ষার পর্ব পার করে না;
- পূর্ণাঙ্গ পেটেন্ট আবেদনের তুলনায় এর আবেদন ফি অনেক কম;
- সাময়িক আবেদনপত্রে দাবি (ক্লেইম) অন্তর্ভুক্ত থাকার দরকার হয় না। তবে, এখানে উদ্ভাবন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের প্রয়োজন হয়।

পেটেন্ট আবেদনের কাঠামো কী?

একটি **পেটেন্ট আবেদনপত্রের** কাজগুলো হচ্ছে :

- এটা পেটেন্টের আইনগত আওতা নির্ধারণ করে;
- এটা উদ্ভাবনের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এর মধ্যে আছে উদ্ভাবনটি কিভাবে কাজে লাগাতে হবে সে বিষয়ক নির্দেশনা;
- এটা উদ্ভাবক, পেটেন্ট মালিক এবং অন্যান্য আইনগত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

পেটেন্ট আবেদনপত্রের কাঠামো বিশ্বব্যাপী একইরকম এবং এর মধ্যে রয়েছে একটি **অনুরোধ, একটি বিবরণ, দাবি, ড্রয়িং** (যদি প্রয়োজন হয়) এবং একটি সার-সংক্ষেপ। একটি পেটেন্ট ডকুমেন্ট হতে পারে কয়েক পাতা থেকে শত শত পাতা পর্যন্ত, এটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট উদ্ভাবনের প্রকৃতি ও ঐ কারিগরী ক্ষেত্রের ওপর।

অনুরোধ

এখানে উদ্ভাবনের নাম, আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ, অগ্রাধিকারমূলক তারিখ এবং নির্ঘণ্টমূলক তথ্য, যেমন আবেদনকারী এবং উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা থাকে।

বর্ণনা

উদ্ভাবন বিষয়ে লিখিত বর্ণনায় অবশ্যই পূর্ণাঙ্গভাবে উদ্ভাবন সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে, যেন একই কারিগরী ক্ষেত্রের কোনো দক্ষ ব্যক্তি অতিরিক্ত কুশলী উদ্যোগ ছাড়াই ঐ বর্ণনা ও ড্রয়িং থেকে উদ্ভাবনটি পুনঃনির্মাণ ও প্রয়োগ করতে পারেন। এটা না থাকলে, পেটেন্ট অনুমোদন নাও করা হতে পারে বা আদালতে চ্যালেঞ্জের পর বাতিল হতে পারে।

দাবি

একটি পেটেন্ট সুরক্ষার আওতা নির্ধারণ করে দাবি বা ক্লেইম। পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই দাবি অত্যন্ত জরুরি যেহেতু, যদি এর খসড়া নিম্নমানের হয়ে থাকে তাহলে সত্যিকারের মূল্যবান একটি উদ্ভাবন একটি মূল্যহীন পেটেন্টে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, যেটা বাস্তবায়নে বাধা দেয়া সহজ বা এর থেকে অন্য ডিজাইন তৈরি করা সম্ভব। পেটেন্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে, পেটেন্টটি বৈধ কি না এবং পেটেন্ট অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের প্রথম ধাপ হচ্ছে দাবির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা। পেটেন্ট আবেদন পত্রের খসড়া তৈরিতে, বিশেষ করে দাবি নির্ধারণে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে।

দাবির উদাহরণ:

'আইরিশ রেকগনিশন সিস্টেম' শিরোনামের এই পেটেন্টটির (পেটেন্ট নং ইউএস৪৬৪১৩৪৯) প্রথম দাবি ছিল :

১. একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার পদ্ধতি, যা গঠিত: ঐ ব্যক্তির চোখের আইরিশ ও পিউপিলের ন্যূনতম একটি অংশের ইমেজ বা ছবি সংরক্ষণ করে; একটি আইরিশ ও পিউপিলসহ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির চোখ উদ্ভাসিত করে ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তির চোখের আইরিশ ও পিউপিলের একই অংশের ছবি তোলা; এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে আইরিশের ঐ অংশের সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে পরবর্তীতে তোলা ছবি মিলিয়ে দেখা।

২. দাবি ১-এর পদ্ধতি, যেখানে চোখ উদ্ভাসিত করার ব্যাপারটি ঘটেছে চোখের পিউপিলের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ পরবর্তীতে তোলা ছবির ন্যূনতম আইরিশ অংশের সঙ্গে একই পূর্বনির্ধারিত আকারের পিউপিলের সংরক্ষিত ইমেজের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে।

ড্রয়িং

একটি উদ্ভাবনের কারিগরী বর্ণনা সংক্ষেপিত ও প্রত্যক্ষাকরণ পদ্ধতিতে প্রদর্শন করে ড্রয়িং। এটা উদ্ভাবন সম্পর্কিত উন্মুক্ত তথ্যের কিছু অংশ, টুল বা ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ড্রয়িং সবসময় আবেদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় অংশ নয়। যদি উদ্ভাবনটি হয় কোনো কিছু সম্পাদনের একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, তাহলে সাধারণত ড্রয়িংয়ের প্রয়োজন হয় না। ড্রয়িং যদি অত্যাবশ্যক হয়, তাহলে আনুষ্ঠানিক নিয়ম এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়।

ড্রয়িংয়ের উদাহরণ

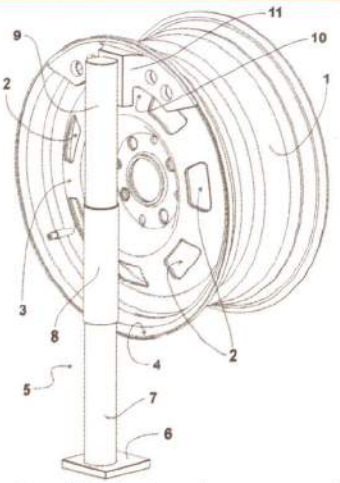

জ্যাক বা 'টায়ার রিলিজ ডিভাইস' বা টায়ার খোলার একটি যন্ত্রের পেটেন্ট নং হচ্ছে ডিই ১০২৩০১৭৯। এই উদ্ভাবনটি গাড়ির স্প্রিং-আবর্তিত চাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে একটি অভিনব জ্যাক সরবরাহ করে। এটা একটি সাপোর্ট স্ট্রাকচার বা কাঠামো ব্যবহার করে (১১) যেটা জড়িত থাকে চাকার (১) বাইরের রিমের (৪) সঙ্গে। জ্যাকটি সরাসরি চাকা সরিয়ে থাকে, গাড়ির শরীরকে নয়। এ কারণে, মাটি থেকে চাকা উত্তোলন করতে জ্যাকের স্বল্প শক্তিই যথেষ্ট।

সারসংক্ষেপ

উদ্ভাবন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে সার সংক্ষেপ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট। পেটেন্ট অফিসের মাধ্যমে যখন একটি পেটেন্ট প্রকাশিত হয়, এই সারসংক্ষেপটি তখন প্রথম পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কখনও কখনও এই সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট অফিসের পেটেন্ট পরীক্ষকের মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে থাকে।

পেটেন্ট সুরক্ষা পেতে কতদিন লাগে?

একটি পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য পেটেন্ট অফিস যেসময় নিয়ে থাকে তা দেশ থেকে দেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হেরফের হয়। এছাড়া এটা নির্ভর করে কোন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে পেটেন্টটি প্রযোজ্য হবে তার উপর। এরজন্য কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে, সাধারনত এটি ২ থেকে ৫ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। কোন কোন পেটেন্ট অফিস দ্রুত অনুমোদনের কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যেটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর অনুরোধের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হয়।

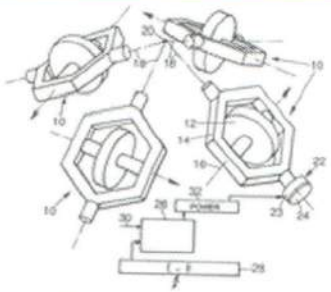

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পি সি টি/এফ আর/২০০৪/০০০২৬৪। জাইরোসকপিক অ্যাকুয়েটরের মাধ্যমে একটি উপগ্রহের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ডিভাইস।

একটি অনুমোদিত পেটেন্টের মুদ্রণ শোধন

পেটেন্ট মঞ্জুরের পর সুপারিশ করা হচ্ছে যেন পেটেন্টটির আগাগোড়া মুদ্রণ শোধন করা হয়। কোনো ভুল হয়নি বা শব্দ বাদ পড়েনি, বিশেষ করে দাবির ক্ষেত্রে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

কোন তারিখ থেকে আপনার পেটেন্ট সুরক্ষিত?

পেটেন্ট অনুমোদনের তারিখ থেকে আপনার অধিকার কার্যকর হবে, মঞ্জুরের পর আপনি তৃতীয় কোনো পক্ষ কর্তৃক মাধ্যমে এ উদ্ভাবনের অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কোনো কোনো দেশে, পেটেন্ট মঞ্জুরের পর আপনি লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন, যেখানে লঙ্ঘনের ঘটনাটি ঘটেছে পেটেন্ট আবেদন পত্র প্রকাশের তারিখ থেকে (সাধারণত প্রথম আবেদনপত্র দাখিলের ১৮ মাস পর) পেটেন্ট অনুমোদনের তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে। পেটেন্ট প্রকাশ ও অনুমোদনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপনি ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারেন। কিন্তু, সবদেশে এ সুবিধা নেই (পেটেন্ট কার্যকরীকরণের ওপর আরো তথ্যের জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯ থেকে ৪১)।

কোন কোন দেশে, একই উদ্ভাবনের জন্য একটি পেটেন্ট আবেদন ও একটি ইউটিলিটি মডেল আবেদন করা যায়। পেটেন্ট মঞ্জুরের আগ পর্যন্ত সময়ের জন্য ইউটিলিটি মডেল সুরক্ষা থেকে (যেটা সাধারণত দ্রুত অনুমোদন করা হয়) লাভবান হওয়ার জন্যই সাধারণত এটা করা হয়ে থাকে।

www.wipo.int/sme/

পেটেন্ট সুরক্ষা কতদিন টিকে থাকে?

বর্তমান আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ থেকে **২০ বছর** পর্যন্ত সুরক্ষা থাকে, তবে শর্ত থাকে যে, নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ফি যথা সময়ে পরিশোধ করা হবে এবং এ সময়ের মধ্যে এটা বাতিল করার কোনো আবেদন করা হবে না।

এটা যদিও একটি পেটেন্টের আইনগত মেয়াদ নির্দেশ করে, কিন্তু **পেটেন্টের ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক মেয়াদ** শেষ হয়ে যাবে যদি এর আওতাভুক্ত প্রযুক্তি সেকেলে হয়ে যায়, যদি এটা বাণিজ্যিকীকরণ করা না যায় অথবা এই পেটেন্টের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদিত পণ্য বাজারে সফল না হয়। এসব পরিস্থিতিতে, পেটেন্ট মালিক পেটেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ বা নবায়ন ফি পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ২০ বছরের সুরক্ষা শেষ হওয়ার আগেই এটা মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলে রাখতে পারেন এবং এভাবে, এটা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন।

কোন কোন দেশে, সুরক্ষার মেয়াদ ২০ বছর থেকে বাড়ানো যেতে পারে বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে একটি **সাপিপ্লমেন্টারি প্রোটেকশন সার্টিফিকেট** (SPC) মঞ্জুর করা যেতে পারে। এটা প্রযোজ্য হয় সাধারণত ওষুধ কোম্পানির পেটেন্টের ক্ষেত্রে। উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিলম্বে বাজারজাতকরণের অনুমোদন পাওয়ার কারণে সাধারণত এটা মঞ্জুর করা হয়। SPC' রও মেয়াদ সীমিত, সাধারণত ৫ বছরের বেশি হয় না।

পেটেন্ট মুলতবি

অনেক কোম্পানি তাদের পণ্যে উদ্ভাবন যুক্ত করে লিখে থাকে 'পেটেন্ট পেন্ডিং' বা 'পেটেন্ট অ্যাপ্লাইড ফর', কখনও কখনও এখানে পেটেন্ট আবেদন নম্বরও সংযুক্ত থাকে। একই ভাবে, যখন পেটেন্টটি অনুমোদিত হয়, অধিকাংশ কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা পণ্যে একটি নোটিশ সংযুক্ত করছে, যেখানে লেখা থাকে পণ্যটি পেটেন্টকৃত, কখনও কখনও পেটেন্ট নম্বরটিরও উল্লেখ থাকে। যদিও এ জাতীয় পদক্ষেপ অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো সুরক্ষা প্রদান করে না, তবুও নব প্রবর্তিত পণ্যটি সামগ্রিকভাবে বা অংশত নকল করা থেকে অন্যদের নিরুৎসাহিত করতে এটা একটি সতর্কীকরণ বার্তা হিসেবে কাজ করে।

পেটেন্ট আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে কি একজন পেটেন্ট এজেন্ট প্রয়োজন?

পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল করা থেকে এর অনুমোদন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় নজর রাখা একটি জটিল কাজ। পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদনের অর্থ হচ্ছে :

- আপনার উদ্ভাবনকে অপেটেন্টযোগ্য করতে পারে এমন কোনো প্রায়র আর্ট চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান পরিচালনা;
- আইনগত ও কারিগরী পরিভাষাসহ উদ্ভাবন বিষয়ে দাবি এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লেখা;
- জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ, বিশেষ করে পেটেন্ট আবেদন পত্রের স্বতন্ত্র পরীক্ষার সময়;

পেটেন্ট নং ইপি ১১৬৫৩৯৩।
'একটি পাত্র থেকে একই সঙ্গে তরল ঢালা এবং সেই তরলে বাতাস মিশ্রণ করার উপযুক্ত একটি তরল ঢালার যন্ত্র'র ওপর পেটেন্ট করে টরবেন ফ্লানবাম নামের কোম্পানি। ডেনমার্কের একটি এস এম ই প্রতিষ্ঠান মেনু এ/এস-এর কাছে এর লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং এটা এখন ওই কোম্পানির সবচেয়ে বেশি বিক্রিত পণ্য।

- পেটেন্ট অফিস কর্তৃক নির্দেশিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা।

এ জাতীয় সব কাজের জন্য প্রয়োজন হয় পেটেন্ট আইন ও পেটেন্ট অফিসের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

এ কারণে, যদিও **আইনগত বা কারিগরী সহায়তা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়,** তবুও এটা গ্রহণের **জোরালো সুপারিশ** করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এমন একজন পেটেন্ট এজেন্টের ওপর নির্ভর করার সুপারিশ করা হচ্ছে যার রয়েছে প্রয়োজনীয় আইনি জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞতা, পাশাপাশি উদ্ভাবনের কারিগরী ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা। অধিকাংশ আইনে বিদেশি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের একজন নিবন্ধিত পেটেন্ট এজেন্টের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা বাধ্যতামূলক।

একটি মাত্র আবেদনের মাধ্যমে কি একাধিক উদ্ভাবন সুরক্ষার আবেদন করা যায়?

অধিকাংশ পেটেন্ট আইন একটিমাত্র পেটেন্ট আবেদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একাধিক ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। এ জাতীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে তথা কথিত উদ্ভাবনের সমজাতীয়তার বাধ্যবাধকতা বা **ইউনিটি অব ইনভেনশন**। কোন কোন পেটেন্ট অফিস ইউনিটি অব ইনভেনশনের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে (যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট আইন), অন্যদিকে অন্য পেটেন্ট অফিসগুলো (যেমন, ইউরোপীয়ান পেটেন্ট কনভেনশন এবং পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি) একটি মাত্র আবেদন পত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উদ্ভাবনের একটি শ্রেণীকে অনুমোদন প্রদান করে, যেগুলো এতটাই পরস্পর সংযুক্ত যে একটি 'উদ্ভাবন কুশল ধারণা' বা **ইনভেনটিভ কনসেপ্ট** গঠন করে। যেসব ক্ষেত্রে উদ্ভাবনগুলো সমজাতীয় নয় সেসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে হয় উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট দাবি সীমিত করার প্রয়োজন হয় বা একাধিক আবেদনপত্র উপস্থাপনের প্রয়োজন হয় (বিভাজ্য আবেদন)। উপযুক্ত আইনের মধ্যে পার্থক্যের কারণে, কোনো কোনো দেশে একটি মাত্র পেটেন্ট আবেদন যথেষ্ট,আবার কোনো কোনো দেশে একই দাবি আওতাভুক্ত করতে দুই বা ততোধিক আবেদনপত্র দাখিলের প্রয়োজন হয়।

সামারি চেকলিস্ট

- **আপনার উদ্ভাবনটি কি পেটেন্টযোগ্য?** প্রায়র আর্ট অনুসন্ধান পরিচালনা করুন এবং পেটেন্ট ডাটাবেজের সদ্ব্যবহার করুন।
- **পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল:** সংশিষ্ট প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ একজন পেটেন্ট এজেন্ট/অ্যাটর্নি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করুন, বিশেষ করে পেটেন্ট দাবির খসড়া প্রস্তুতের জন্য।
- **আবেদন দাখিলের উপযুক্ত সময়:** পেটেন্ট আবেদনপত্র তাড়াতাড়ি/বিলম্বে দাখিলের কারণগুলো বিবেচনা করুন এবং আপনার পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিলের উপযুক্ত সময়টি চিন্তা করুন।
- আগে থেকেই **উদ্ভাবন বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করবেন না** যেটা এর পেটেন্টযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।
- **রক্ষণাবেক্ষণ ফি:** আপনার পেটেন্টের কার্যকারিতা রক্ষা করতে রক্ষণাবেক্ষণ ও নবায়ন ফি পরিশোধের কথা ভুলবেন না।

৩. ভিন্ন দেশে পেটেন্ট করা

ভিন্ন দেশে কেন পেটেন্ট আবেদন করবেন?

পেটেন্ট হচ্ছে **অঞ্চলগত অধিকার** (টেরিটোরিয়াল রাইটস), এর অর্থ হচ্ছে একটি উদ্ভাবন কেবলমাত্র সেই দেশ বা অঞ্চলে সুরক্ষিত হবে যেখানে এটা অনুমোদিত হবে। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট দেশে যদি আপনার পেটেন্ট অনুমোদিত না হয় তাহলে সেই দেশে উদ্ভাবনটি সুরক্ষিত থাকবে না, যে কাউকে সেই দেশে তা তৈরি, ব্যবহার, আমদানি বা বিক্রির অধিকার প্রদান করবে।

বিদেশে পেটেন্ট সুরক্ষা আপনার কোম্পানিকে ঐ সব দেশে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার উপভোগের সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া, ভিন্ন দেশে পেটেন্ট নিবন্ধন আপনার কোম্পানিকে ঐ উদ্ভাবন বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের সুযোগ দেবে, আউটসোর্সিং সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাতে এবং অন্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ঐসব দেশের বাজারগুলোতে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করবে।

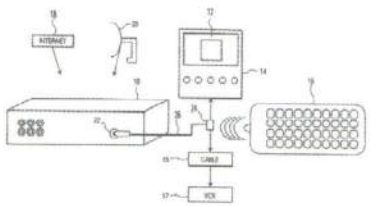

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পিসিটি/ইউ এস ০২/১২১৮২। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম পরিবর্ধনের উপকরণ।

বিদেশে পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদন কখন করা উচিত?

একটি নির্দিষ্ট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রথমবার আবেদনের তারিখকে বলে অগ্রাধিকারমূলক তারিখ বা **প্রায়রিটি ডেট** এবং পরবর্তী সময়ে অন্য দেশগুলোতে **১২ মাসের** মধ্যে (অর্থাৎ **প্রায়রিটি সময়ের** মধ্যে) দাখিল করা আবেদন পূর্ববর্তী আবেদন থেকে সুবিধা পাবে এবং প্রায়রিটি তারিখের পর অন্য কোনো কোম্পানির মাধ্যমে একই উদ্ভাবন বিষয়ে দাখিল করা আবেদন থেকেও সেটা অগ্রাধিকার পাবে। একারণে প্রায়রিটি তারিখের মধ্যেই ভিন্ন দেশে পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল জোরালো ভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে।

প্রায়রিটি সময়ের মেয়াদ শেষ হলে এবং পেটেন্ট অফিসের মাধ্যমে পেটেন্টটি প্রথমবার প্রকাশের আগ পর্যন্ত (সাধারণত প্রায়রিটি তারিখের পর **১৮ মাস**) অন্য দেশগুলোতে একই উদ্ভাবন বিষয়ে সুরক্ষার আবেদন করার সুযোগ আপনি পাবেন, কিন্তু আপনি আপনার পূর্ববর্তী আবেদনের অগ্রাধিকার আর দাবি করতে পারবেন না। উদ্ভাবনটি প্রকাশিত বা উন্মোচিত হওয়ার পর, বিদেশে পেটেন্ট সুরক্ষা লাভের সুযোগ হারাবেন আপনি, যেহেতু উদ্ভাবনটির অভিনবত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না।

আপনার উদ্ভাবনটি কোথায় সুরক্ষা করা উচিত?

বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবন সুরক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া, এ কারণে কোন দেশগুলোতে কোম্পানি তার উদ্ভাবন সুরক্ষিত করতে চায় সেটা যত্ন সহকারে নির্বাচন করা উচিত। কোথায় পেটেন্ট করা হবে তা নির্বাচনের কয়েকটি মৌলিক বিবেচনা হচ্ছে :

- পেটেন্টকৃত পণ্যটি কোথায় বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনা রয়েছে?
- সমজাতীয় পণ্যের প্রধান বাজার কোনগুলো?
- প্রতিটি টার্গেট বাজারে পেটেন্ট নিবন্ধনের খরচ কত এবং আপনার বাজেট কত?
- প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিগুলোর অবস্থান কোথায়?
- পণ্যটি কোথায় উৎপাদিত হবে?
- একটি নির্দিষ্ট দেশে পেটেন্ট কার্যকরীকরণ কতটা কষ্টসাধ্য হবে?

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পিসিটি/আইটি ৯৮/০০১৩৩। লিনেনাইজড কর্ক নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি নতুন পদ্ধতি সংশিষ্ট এই উদ্ভাবনটি ইতালিয় কোম্পানি গ্রিন্ডি এসআরএল-এর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। পেটেন্ট প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার চর্চা করে একটি নতুন টেক্সটাইল সুতা বাণিজ্যিকীকরণ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

বিদেশে পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদন কীভাবে করবেন?

বিদেশে একটি উদ্ভাবন সুরক্ষার তিনটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে :

জাতীয় রুট: আপনি যে দেশগুলোতে আগ্রহী সে দেশগুলোর প্রত্যেকটির জাতীয় পেটেন্ট অফিসে উপযুক্ত ভাষায় ও ফি পরিশোধের মাধ্যমে পেটেন্ট আবেদন করতে পারেন। এই পথটি বেশ জটিল এবং দেশের সংখ্যা বেশি হলে খরচও বেশি হবে।

আঞ্চলিক রুট: একটি আঞ্চলিক পেটেন্ট ব্যবস্থার অধীনে যখন একাধিক দেশ সদস্য থাকে, তখন সংশিষ্ট আঞ্চলিক অফিসে আবেদনপত্র দাখিলের মাধ্যমে আপনি ঐসব দেশগুলোতে পেটেন্ট সুরক্ষিত করতে পারেন। আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসগুলো হচ্ছে :

- দা আফ্রিকান ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (OAPI) *(www.oapi.wipo.net);*
- দা আফ্রিকান রিজিওনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (ARIPO) *(www.aripo.wipo.net);*
- দা ইউরেশিয়ান পেটেন্ট অর্গানাইজেশন (EAPO) *(www.eapo.org);*
- দা ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিস (EPO) *(www.epo.org);*এবং
- দা পেটেন্ট অফিস অব দা গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল *(www.gulf-patent-office.org.sa)*

আন্তর্জাতিক রুট : আপনার কোম্পানি যদি পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিট্রির সদস্য দেশগুলোতে একটি উদ্ভাবন সুরক্ষিত করতে আগ্রহী হয়, সেক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক PCT আবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এটা করার ক্ষেত্রে, আপনাকে অবশ্যই PCT চুক্তিভুক্ত কোনো দেশের নাগরিক বা অধিবাসী হতে হবে বা ঐসব দেশগুলোর যে কোনো একটিতে আপনার একটি সত্যিকারের এবং কার্যকর শিল্প বা বাণিজ্যিক উপস্থিতি থাকতে হবে। PCT'র অধীনে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আবেদন জমা দিয়ে, আপনি PCT ভূক্ত ১৩৪ টিরও বেশি সদস্য দেশে একইসঙ্গে একটি উদ্ভাবনের পেটেন্ট সুরক্ষা চাইতে পারেন (সংযুক্তি ২ দেখুন)। PCT আবেদনপত্রটি জমা দেয়া যায় জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসে এবং/অথবা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মেধা সম্পদ অফিসের (WIPO) PCT গ্রহণকারী কার্যালয়ে।

আন্তর্জাতিক আবেদন নং পিসিটি/ইউ এস ২০০১/০২৮৪৭৩। এনভিরোক্লাব টেকনোলজিস করপোরেশন একটি আমেরিকান এসএমই। দহন ও শিল্পসংক্রান্ত প্রক্রিয়া থেকে একাধিক বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের প্রযুক্তিটি তারা বিদেশের কয়েকটি বাজারে পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য পিসিটি'র মাধ্যমে আবেদন করে। বিদেশে সুরক্ষার ক্ষেত্রে পিসিটি ব্যবহার করে আবেদন করার ফলে এনভিরোক্লাব তাদের এই প্রযুক্তির বৈশ্বিক বাজারজাতকরণে একটি লাইসেন্সিং চুক্তিতে উপনীত হয়।

সামারি চেকলিস্ট

- **অঞ্চলগত অধিকার** (টেরিটোরিয়াল রাইটস)। মনে রাখবেন পেটেন্ট হচ্ছে অঞ্চলগত অধিকার।
- **অগ্রাধিকারমূলক সময়** (প্রায়রিটি পিরিয়ড)। বিদেশে পেটেন্ট সুরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার-মূলক সময় ব্যবহার করুন। কিন্তু সময় সীমার সুযোগ হারাবেন না, যেটা বিদেশে আপনার পেটেন্ট লাভে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিতে পারে।
- **কোথায় আবেদন করবেন**। কোথায় সুরক্ষা থেকে লাভবান হবেন সেটা বিবেচনা করুন এবং বিভিন্ন দেশে সুরক্ষার খরচের বিষয়টি মাথায় রাখুন।
- **কিভাবে আবেদন করবেন**। আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা নিতে PCT ব্যবহারের কথা বিবেচনা করুন, সময় নিন এবং পেটেন্টযোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করুন, যার ওপর ভিত্তি করে আপনি অন্যত্র পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

www.wipo.int/sme/

PCT'র সুবিধাসমূহ

PCT ১২ মাসের অগ্রাধিকারমূলক সময়ের ওপর ন্যূনতম **অতিরিক্ত ১৮ মাস** সময় প্রদান করে, যে সময়ের মধ্যে আবেদনকারী বিভিন্ন দেশে তাদের পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার খোঁজ করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোথায় পেটেন্ট সুরক্ষা চাইবে। এভাবে ফি পরিশোধ এবং জাতীয় আবেদন পত্রের ক্ষেত্রে জড়িত অনুবাদ খরচ প্রদানের বিষয়টিও বিলম্বিত করা যায়। আবেদনকারীরা যতটা সম্ভব দীর্ঘ সময় বিকল্প ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখতে PCT ব্যবহার করে থাকেন।

PCT আবেদনকারীরা PCT **আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান রিপোর্টের** (ইন্টারন্যাশনাল সার্চ রিপোর্ট) আকারে এবং **আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষের লিখিত মতামতের** ভিত্তিতে তাদের উদ্ভাবনের সম্ভাব্য পেটেন্টযোগ্যতা সম্বন্ধে **মূল্যবান তথ্য** পেয়ে থাকে। এইসব কাগজপত্র PCT আবেদনকারীদের একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে, যার উপর নির্ভর করে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোথায় তাদের পেটেন্ট সুরক্ষা করতে হবে। আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান রিপোর্টে থাকে সারা বিশ্বের প্রায়র আর্ট তথ্যাবলীর একটি তালিকা, যেগুলো উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান রিপোর্টের আলোকে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষের লিখিত মতামত সম্ভাব্য পেটেন্টযোগ্যতা বিশ্লেষণ করে থাকে।

কেবল একটি ভাষায় ও এক সেট ফি'সহ, একটি মাত্র PCT আবেদনপত্রের আইনগত কার্যকারিতা সব PCT সদস্য দেশগুলোতে প্রযোজ্য। এই সুবিধা প্রতিটি পেটেন্ট অফিসে আলাদা আলাদা করে আবেদনপত্র দাখিলের **প্রাথমিক অনুবাদ খরচ হ্রাস** করে। কিছু আঞ্চলিক পেটেন্ট ব্যবস্থার অধীনেও আবেদনপত্র জমা দেয়ার কাজে PCT ব্যবহার করা যেতে পারে। PCT'র অধীনে কিভাবে একটি আন্তর্জাতিক আবেদনপত্র দাখিল করা যায় সে বিষয়ক নির্দেশনা পাওয়া যাবে আপনার দেশের পেটেন্ট অফিস থেকে এবং *www.wiop.int/pct* ওয়েবসাইটে।

PCT আবেদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা

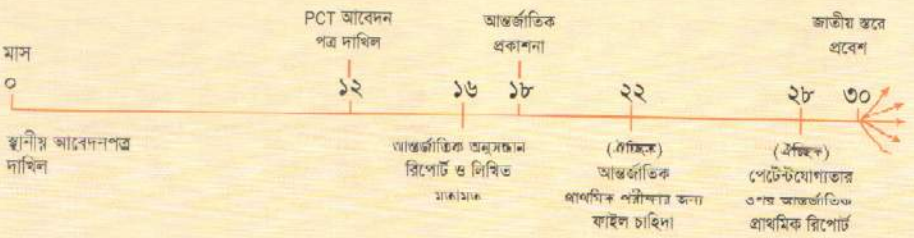

৪.পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণ

পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি কিভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করবেন?

একটি পেটেন্ট এর নিজস্ব যোগ্যতা বলে বাণিজ্যিক সফলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এটা একটি টুল বা অস্ত্র যেটা একটি কোম্পানিকে তার উদ্ভাবন থেকে লাভবান হওয়ার সক্ষমতা প্রদান করে। কোম্পানিকে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য সুবিধা পেতে কার্যকরভাবে পেটেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং সাধারণত তখনই এটা সফল হবে, যখন এই পেটেন্টের ভিত্তিতে তৈরি কোনো পণ্য বাজারে সফল হবে বা কোম্পানির সুনাম বা দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াবে। একটি পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাজারে আনতে, একটি কোম্পানির হাতে বেশ কতকগুলো অপশন থাকে:

- পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনটি সরাসরি বাণিজ্যিকীকরণ করা;
- অন্য কারোর কাছে পেটেন্ট বিক্রি করে দেয়া;
- অন্যদের কাছে পেটেন্টের লাইসেন্স দেয়া;
- তাদের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্ব বা অন্যান্য কৌশলগত জোট প্রতিষ্ঠা করা, যাদের পরিপূরক সম্পদ রয়েছে।

একটি পেটেন্টকৃত পণ্য কিভাবে বাজারে আনবেন?

বাজারে একটি নতুন পণ্যের বাণিজ্যিক সফলতা কেবলমাত্র সে পণ্যের কারিগরী দিকগুলো সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয় না। কারিগরী দিকে থেকে উদ্ভাবনটি যতই মহান হোক না কেন, যদি এর কোনো কার্যকর চাহিদা না থাকে বা পণ্যটি যদি যথাযথভাবে বাজারজাত করা না যায় তাহলে ভোক্তাদের আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে। বাণিজ্যিক সফলতা,এ কারণে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, এর মধ্যে রয়েছে পণ্যের ডিজাইন, আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা, কার্যকর বিপণন কৌশল উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিদের পণ্য বা পরিপূরক পণ্যের সঙ্গে এর তুলনামূলক দাম।

একটি নব প্রবর্তিত পণ্য বাজারে আনতে সাধারণত একটি **ব্যবসায়িক পরিকল্পনা** উন্নয়ন খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি ব্যবসায়িক ধারণার উপযোগিতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর উপকরণটি হচ্ছে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা। একটি নতুন পণ্য বাজারে আনার প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ অর্জনে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয়। ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় আপনার কোম্পানির পেটেন্ট সম্পর্কিত তথ্য এবং পেটেন্ট কৌশলও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটা আপনার কোম্পানির পণ্যের অভিনবত্ব প্রকাশের একটি শক্তিশালী নির্দেশক, অধ্যাবসায়ের প্রমাণ। তাছাড়া, এটা অন্য কোম্পানির পেটেন্ট লঙ্ঘনের ঝুঁকি ও হ্রাস করে।

www.wipo.int/sme/

পেটেন্ট কি বিক্রি করতে পারেন?

হ্যাঁ, এটাকে বলে পেটেন্টের স্বত্বনিয়োগ এবং এটা স্থায়ীভাবে অন্য ব্যক্তির কাছে মালিকানা হস্তান্তর করে। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভেবে চিন্তে নেয়া উচিত।

স্বত্ব নিয়োগের পরিবর্তে লাইসেন্স দিয়ে আপনি পেটেন্টের মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত রয়্যালটি পেতে পারেন। এ কারণে লাইসেন্স প্রদান হতে পারে আর্থিক ভাবে দারুন এক কৌশল। অন্যদিকে, স্বত্ব নিয়োগের অর্থ হচ্ছে আপনি রয়্যালটি ছাড়াই এককালীন টাকা পাবেন, তা সেই পেটেন্ট পরবর্তী সময়ে যতই লাভজনক হয়ে উঠুক না কেন।

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে পেটেন্টের স্বত্বনিয়োগ সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। এককালীন অর্থের বিনিময়ে কোনো পেটেন্ট যদি বিক্রি করা হয়, তাহলে আপনি তৎক্ষণাৎ মূল্য পেয়ে যান। এজন্য ২০ বছর ধরে অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, আরেকটি প্রযুক্তির মাধ্যমে পেটেন্টটি সেকেলে হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও আপনি এড়াতে পারেন। এছাড়া, একটি স্টার্ট-আপ কোম্পানির কাছে পেটেন্টের স্বত্বনিয়োগ অর্থায়নের পূর্বশর্ত হতে পারে, যদি পেটেন্টটি কোম্পানির অধিকারে না থাকে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে, আপনার প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেটা হবে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত। তবে, পেটেন্টের স্বত্বনিয়োগের সুপারিশ সাধারণত করা হয় না এবং পেটেন্ট মালিকরা সাধারণত উদ্ভাবনের ওপর মালিকানা ধরে রাখতে পছন্দ করেন এবং লাইসেন্স দিতে বেশি মাত্রায় আগ্রহী থাকেন।

অন্যের ব্যবহারের জন্য কিভাবে আপনার পেটেন্টের লাইসেন্স প্রদান করবেন?

একটি পেটেন্টের লাইসেন্স তখনই প্রদান করা হয় যখন পেটেন্ট মালিক (লাইসেন্সর) অন্য কাউকে (লাইসেন্সি) পরস্পর সম্মত উদ্দেশ্যে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনটি ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করেন। এক্ষেত্রে, দু'পক্ষের মধ্যে একটি লাইসেন্সিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে চুক্তির শর্ত ও আওতা উল্লেখ থাকে।

একটি লাইসেন্সিং চুক্তির মাধ্যমে আপনার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন অন্য কাউকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান আপনার ব্যবসায় রাজস্ব আয়ের একটি অতিরিক্ত উৎস প্রদান করবে। একটি উদ্ভাবনের ওপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার চর্চার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এটাই।

লাইসেন্স প্রদান তখনই সহায়ক যখন পেটেন্ট মালিক পণ্যটি তৈরি করার অবস্থায় থাকেন না অথবা একটি নির্দিষ্ট বাজারের চাহিদা মেটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণে তৈরির অবস্থানে থাকেন না বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল আওতাভুক্ত করার অবস্থায় থাকেন না।

লাইসেন্স চুক্তির জন্য দক্ষতাপূর্ণ সমঝোতা ও খসড়া প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, এ কারণে লাইসেন্সিং চুক্তির খসড়া তৈরি ও শর্ত উল্লেখের ক্ষেত্রে একজন লাইসেন্সিং প্রাকটিশনারের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে, সরকারি একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লাইসেন্সিং চুক্তি নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়।

পেটেন্টের জন্য আপনি রয়্যালটির হার কতটা আশা করতে পারেন?

লাইসেন্সিং চুক্তিতে, পেটেন্ট মালিক সাধারণত এককালীন অর্থ এবং/বা বছর শেষে রয়্যালটির মাধ্যমে অর্থ পেয়ে থাকেন, যেটা লাইসেন্সকৃত পণ্যের (একক প্রতি রয়্যালটি) বিক্রির ওপর বা নেট বিক্রির (নেট বিক্রয়-ভিত্তিক রয়্যালটি) ওপর হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই, একটি পেটেন্ট লাইসেন্সের পারিতোষিক হতে পারে এককালীন অর্থ ও রয়্যালটি উভয়ই। কখনও কখনও, লাইসেন্স গ্রহীতার কোম্পানির মালিকানা রয়্যালটির মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

রয়্যালটির হারের ক্ষেত্রে মাপকাঠি এক এক শিল্পে এক এক রকম এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ সহায়ক হতে পারে। তবে এটা মনে রাখা জরুরি যে, প্রতিটি লাইসেন্সিং চুক্তিই স্বতন্ত্র এবং রয়্যালটির হার নির্ভর করে সমঝোতার বিশেষ ও অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের ওপর। এ কারণে, শিল্পসংক্রান্ত মানদণ্ড এক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু নির্দেশনা দিতে পারে, কিন্তু এ জাতীয় মাপকাঠির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা প্রায়শ ভুল পথে নিয়ে যায়।

একচেটিয়া এবং অ-একচেটিয়া লাইসেন্সের মধ্যে পার্থক্য কী?

তিন ধরনের লাইসেন্সিং চুক্তি রয়েছে। এটা নির্ভর করে লাইসেন্সের সংখ্যার ওপর :

- **একচেটিয়া লাইসেন্স :** পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার সংবলিত একটি মাত্র লাইসেন্স, যেটা পেটেন্ট মালিক আর কোনো ভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন না।
- **সোল লাইসেন্স :** একটি মাত্র লাইসেন্স এবং পেটেন্ট মালিক এই পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার রাখেন।
- **অ-একচেটিয়া লাইসেন্স :**একাধিক লাইসেন্স এবং পেটেন্ট মালিক এই পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার রাখেন।

একটি মাত্র লাইসেন্সিং চুক্তিতে কিছু শর্ত থাকতে পারে, এর মধ্যে কতকগুলো একচেটিয়ার ভিত্তিতে কিছু অধিকার অনুমোদন করে এবং অন্যগুলো একটি সোল বা অ-একচেটিয়ার ভিত্তিতে অধিকার মঞ্জুর করে।

একটি হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য পেটেন্ট আবেদন করেন ভারতীয় উদ্ভাবক ড. মিলাপ শাহ এবং মুম্বাই ভিত্তিক একটি এসএমই'র সঙ্গে একটি লাইসেন্সিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখিতশর্ত অনুসারে, উদ্ভাবক চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এককালীন অর্থ লাভ করেন এবং নেট বিক্রয়ের ওপর ৪.৫% রয়্যালটির মালিক হন। এছাড়া, লাইসেন্স গ্রহীতাকে পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করতে হয়েছিল।

দূষিত পানি পরিশোধনের পেটেন্টকৃত পদ্ধতি উন্নয়ন করেন মেক্সিকোর ন্যাশনাল অটোনমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। দূষিত পানি পরিশোধনের নতুন সমাধান প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইবি-টেক নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে এর অ-একচেটিয়া লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

আপনার পেটেন্টের জন্য একচেটিয়া না অ-একচেটিয়া লাইসেন্স মঞ্জুর করা উচিত?

এটা নির্ভর করে পণ্য এবং আপনার ব্যবসায়িক কৌশলের ওপর। যেমন, আপনার প্রযুক্তি যদি একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ প্রযুক্তি হয়, যেটা একটি নির্দিষ্ট বাজারে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অন্য সব প্রতিযোগীদের প্রয়োজন হবে, সে ক্ষেত্রে একটি অ-একচেটিয়া লাইসেন্স অনুমোদন হবে সবচেয়ে সুবিধাজনক। আপনার পণ্যটি বাজারে আনতে যদি একটি কোম্পানির বিশাল অংকের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় (অর্থাৎ ওষুধ সামগ্রী, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য এখানে বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়), সে ক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য লাইসেন্স গ্রহীতা অন্যান্য লাইসেন্স গ্রহীতার কাছ থেকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে চাইবে না এবং একটি একচেটিয়া লাইসেন্স অনুমোদনের জন্য চাপ দিতে পারে।

উদ্ভাবন লাইসেন্সের উপযুক্ত সময় কখন?

আপনার উদ্ভাবনটির লাইসেন্স প্রদানের উপযুক্ত সময় বলে কিছু নেই, যেহেতু সময়টা নির্ভর করবে ঐ বিশেষ উদ্ভাবনের ওপর। তবে, একজন স্বাধীন উদ্যোক্তা বা উদ্ভাবনকারীর জন্য, লাইসেন্স গ্রহীতা সন্ধানের বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা উচিত, যেন পেটেন্ট করার খরচ পুষিয়ে নিয়ে মুনাফার প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়। পেটেন্ট অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উপযুক্ত সময়ের পাশাপাশি, পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে লভ্যাংশ পাবার জন্য সঠিক অংশীদার খুঁজে বের করাও গুরুত্বপূর্ণ।

পেটেন্টের মূল্য নিরূপণ

একটি কোম্পানির জন্য পেটেন্টের মূল্য নির্ণয় কেন লাভজনক বা প্রয়োজন তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য, লাইসেন্সিং, একত্রীকরণ অথবা অন্য কোম্পানি অধিগ্রহণ, স্বত্বনিয়োগ, মেধা সম্পদ ক্রয় বা মূলধন সংগ্রহ। সব পরিস্থিতিতেই কার্যকর এমন কোনো পেটেন্ট মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি নেই, তবে নিচের পদ্ধতিগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

- **আয় পদ্ধতি :** সর্বাধিক ব্যবহৃত পেটেন্ট মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি গুরুত্ব দেয় সম্ভাব্য আয় প্রবাহের ওপর, যেটা পেটেন্ট মালিক পেটেন্টের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পেতে যাচ্ছেন।
- **ব্যয় পদ্ধতি :** অভ্যন্তরীণ বা বিদেশের বাজারে একই ধরনের সম্পদ উন্নয়নের খরচ নির্ধারণের মাধ্যমে পেটেন্টের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
- **বাজার পদ্ধতি :** বাজারে তুলনামূলক লেনদেনের মূল্যের ভিত্তিতে।
- **অপশন-ভিত্তিক পদ্ধতি :** স্টক অপশনের মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাথমিকভাবে উন্নয়নকৃত অপশন মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতির ভিত্তিতে।

এছাড়া অন্যান্য বিষয় রয়েছে যেগুলো সংখ্যায় ব্যক্ত করা কঠিন, যেটা একটি পেটেন্টের মূল্যের ওপর প্রভাব রাখতে পারে। যেমন, পেটেন্ট দাবির শক্তিমত্তা অথবা কাছাকাছি বিকল্পের অস্তিত্ব।

আপনি যদি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পেটেন্টের প্রতি আগ্রহী হোন তাহলে সেটা ব্যবহারের অনুমতি পেতে পারেন কি?

আপনার পণ্য বা প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগী একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন প্রযুক্তি সংযুক্ত করার অনুমোদন পাওয়া সবসময় সহজ নাও হতে পারে। তবে, যদি প্রতিযোগী আপনার কোম্পানির পেটেন্ট ব্যবহারে আগ্রহী হয় তাহলে আপনি **ক্রস-লাইসেন্সিংয়ের** কথা বিবেচনা করতে পারেন।

শিল্পকারখানায় ক্রস-লাইসেন্সিং খুবই প্রচলিত, যেখানে বিস্তৃত পরিসরের পরিপূরক উদ্ভাবন মাত্র কয়েকটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকে। এই ধরনের প্রতিযোগী কোম্পানিগুলো অন্যান্য প্রতিযোগীদের মালিকানাধীন পেটেন্ট ব্যবহারের অধিকার অর্জন করে এবং তাদের নিজস্ব পেটেন্ট অন্যান্য প্রতিযোগীদের ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা (ফ্রিডম টু অপারেট) নিশ্চিত করতে চায়।

সামারি চেকলিস্ট

- **বাণিজ্যিকীকরণ।** আপনার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাজারজাতের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করুন এবং আপনি যদি একটি নতুন পণ্য বাজারে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করুন যে, আপনার একটি দারুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা রয়েছে।
- **লাইসেন্সিং।** রয়্যালটির হার এবং লাইসেন্সিং চুক্তির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণের কাজটি হয়ে থাকে সমঝোতার মাধ্যমে এবং লাইসেন্সিং চুক্তির খসড়া প্রস্তুত ও সমঝোতার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- **একচেটিয়া বনাম অ-একচেটিয়া।** একচেটিয়া বনাম অ-একচেটিয়া লাইসেন্স অনুমোদনের কারণগুলো বিবেচনা করুন, বিশেষ করে প্রযুক্তির পূর্ণতা এবং আপনার কোম্পানির ব্যবসায়িক পরিকল্পনার আলোকে।
- **ক্রস-লাইসেন্সিং।** অন্যান্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে আপনার পেটেন্টটি ব্যবহার করতে পারেন কিনা তা খতিয়ে দেখুন।

www.wipo.int/sme/

৫. পেটেন্ট কার্যকরীকরণ

পেটেন্ট অধিকার কেন কার্যকর করা উচিত?

আপনি যদি একটি নতুন বা উন্নত পণ্য বাজারে উন্মোচন করেন এবং সেটা যদি বাজারে সফল হয়, তাহলে এ সম্ভাবনা থাকে যে, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো শিগগিরই বা বিলম্বে আপনার পণ্যের মত হুবহু বা কাছাকাছি কারিগরী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্য তৈরির চেষ্টা করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, প্রতিযোগীরা তাদের অর্থনৈতিক বিশালত্বের সুবিধা, বিশাল বাজারে প্রবেশাধিকার বা কম মূল্যের কাঁচামালে প্রবেশাধিকারের কারণে হুবহু এক বা কাছাকাছি মানের পণ্য কম খরচে তৈরির সুবিধা পেয়ে থাকে। এটা আপনার ব্যবসায়ের ওপর অত্যাধিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি নতুন বা উন্নত পণ্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিশাল অংকের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন।

পেটেন্টের মাধ্যমে মঞ্জুরকৃত একচেটিয়া অধিকার পেটেন্ট মালিককে প্রতিযোগীদের সেই পণ্য তৈরি বা সেই প্রক্রিয়া ব্যবহার থেকে বিরত রাখার অধিকার প্রদান করে এবং আপনাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যে ঘটেছে তা প্রমাণের জন্য আপনাকে দেখাতে হবে যে, আপনার দাবির স্বপক্ষের প্রতিটি উপাদান বা ইহার সমকক্ষতা ঐ নকল পণ্য বা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনি যখন বিশ্বাস করবেন পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনটি নকল করা হচ্ছে তখনই আপনার অধিকার কার্যকর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, বাজার শেয়ার এবং লাভজনক অবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

পেটেন্ট অধিকার কার্যকর করার দায়িত্ব কার?

পেটেন্ট লঙ্ঘন শনাক্ত করা এবং লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধান দায়িত্ব পেটেন্ট মালিকের। পেটেন্ট মালিক হিসেবে, বাজারে আপনার উদ্ভাবনের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ, লঙ্ঘনকারী শনাক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা, হলে কখন ও কিভাবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব আপনার। স্বাধীন বিনিয়োগকারী এবং SME প্রতিষ্ঠানগুলো একজন একচ্ছত্র লাইসেন্স গ্রহীতার কাছে এই দায়িত্ব (অথবা কিছু অংশ) হস্তান্তরের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রফতানি বাজার উভয় ক্ষেত্রে আপনার পেটেন্ট অধিকার কার্যকরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের কাজে একজন পেটেন্ট আইনজীবীর সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। একজন আইনজীবী এ বিষয়ে জড়িত খরচ ও ঝুঁকি এবং সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল সম্পর্কে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

অনুমোদন ছাড়া কেউ যদি আপনার পেটেন্ট ব্যবহার করে তাহলে কি করবেন?

আপনি যদি বিশ্বাস করেন অন্যান্যরা আপনার পেটেন্ট অধিকার লঙ্ঘন করছে, অর্থাৎ আপনার অনুমোদন ছাড়া ব্যবহার করছে, তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, আপনাকে লঙ্ঘনকারী এবং তাদের নকল পণ্য বা প্রক্রিয়া ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। আপনার পদক্ষেপের প্রকৃতি ও সময় নির্ধারণের জন্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সহায়তা করার জন্য সবসময় একজন পেটেন্ট আইনজীবীকে নিয়োগ করুন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, লঙ্ঘনের ঘটনা যখন শনাক্ত করা হয়, তখন কোম্পানিগুলো একটি চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় (সাধারণত পরিচিত 'সিজ অ্যান্ড ডিসিস্ট লেটার' হিসেবে), যেখানে অভিযুক্ত লঙ্ঘনকারীকে আপনার অধিকার এবং অন্য কোম্পানির ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংঘাত বিষয়ে সতর্ক করা হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এজাতীয় পদক্ষেপ বেশ কার্যকর, যেখানে লঙ্ঘনকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ জাতীয় কর্মকান্ড পরিত্যাগ করে বা একটি লাইসেন্সিং চুক্তি সমঝোতায় সম্মত হয়।

কখনও কখনও, লঙ্ঘনকারীকে নকল পণ্য লুকিয়ে রাখার বা ধ্বংস করার সময় না দিতে অতর্কিত হাজিরা হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট কৌশল। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে, লঙ্ঘনকারীকে কোনো নোটিশ না দিয়ে আদালতে গিয়ে একটি 'অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ' মঞ্জুরের আদেশ নেয়া যেতে পারে। পুলিশের সাহায্যে লঙ্ঘনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হাজির হয়ে একটি তলাশি চালানোর জন্য আদালতের এই আদেশ প্রয়োজন হয়। মামলার রায় প্রকাশের আগে আদালত সন্দেহভাজন লঙ্ঘনকারীকে তার কর্মকান্ড বন্ধের আদেশও দিতে পারে (রায় প্রকাশ হতে মাস বা বছরও লেগে যেতে পারে)। তবে, একটি পেটেন্ট লঙ্ঘিত হয়েছে কি না সে প্রশ্নটি আসলে একটি জটিল প্রশ্ন এবং মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমেই একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

যদি কোম্পানি আদালতে মামলা রুজু করার উদ্যোগ নেয়, সেক্ষেত্রে আদালত বিক্ষুব্ধ পেটেন্ট মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। একজন পেটেন্ট আইনজীবী আপনাকে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

পেটেন্ট লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট মালামাল আমদানি নিষিদ্ধ করতে কিছু কিছু দেশে জাতীয় শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। অনেক দেশ, তাদের সীমান্তে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উদ্যোগ নিতে সহায়তা করে, যদি নকল ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্য ও পাইরেটেড কপিরাইট মালামাল আমদানি করা হয়।

সাধারণ আইন হিসেবে, আপনি যদি কোনো লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্ত করেন, তাহলে পেশাগত আইনি পরামর্শ গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে।

আদালতের বাইরে পেটেন্ট লঙ্ঘনের ঘটনা নিষ্পত্তির কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কি?

যদি কোনো কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়, যাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (অর্থাৎ, একটি লাইসেন্সিং চুক্তি), তাহলে খতিয়ে দেখুন চুক্তির শর্তে সালিশ-নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতা ধারা রয়েছে কি না। দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল মামলা প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে যেন চুক্তিতে একটি বিশেষ ধারা থাকে যেখানে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশ-নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতার আশ্রয় নেয়া যায়। উভয়পক্ষ যদি রাজি থাকে তাহলে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতিও ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন সালিশ-নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতা, এমনকি চুক্তিতে যদি এ জাতীয় কোনো ধারা না থাকে, এমনকি যদি কোনো চুক্তি ও না থাকে।

আদালতে মামলার তুলনায় সালিশ-নিষ্পত্তি সাধারণত কম আনুষ্ঠানিক বা স্বল্পমেয়াদী হয়ে থাকে এবং সালিশের সিদ্ধান্ত সহজেই আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকরযোগ্য। মধ্যস্থতার সুবিধা হচ্ছে উভয়পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। এজাতীয় ক্ষেত্রে, আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চমৎকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয় যাদের সঙ্গে আপনার কোম্পানি ভবিষ্যতে সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা রাখে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য WIPO সালিশ-নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতা কেন্দ্র সেবা প্রদান করে থাকে। সালিশ-নিষ্পত্তি এবং মধ্যস্থতা বিষয়ে আরো তথ্য পাওয়া যাবে *www.wipo.int/center/index.html* ওয়েবসাইটে।

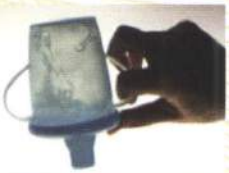

পেটেন্ট নং জি বি ২২৬৬০৪৫। 'ড্রিংকিং ভ্যাসেল সুইটেবল ফরইউজ অ্যাজ আ ট্রেইনার কাপ', বাণিজ্যিকভাবে যেটা অ্যানিওয়েআপস্কাপ নামে পরিচিত, পেটেন্ট করা হয় ১৯৯২ সালে। যুক্তরাজ্যের উদ্ভাবক/উদ্যোক্তা ম্যান্ডি হেবারম্যান এটা পেটেন্ট করেন। প্রতিযোগী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পণ্যটি নকল হওয়ার পর, হেবারম্যান পেটেন্ট লঙ্ঘনের ওপর একটি স্থগিতাদেশ লাভ করেন এবং আদালতের বাইরে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন।

সামারি চেকলিস্ট

- **সতর্ক থাকুন।** যতটা সম্ভব লঙ্ঘনের ঘটনাশনাক্ত করতে প্রতিযোগীদের প্রতি নজর রাখুন।
- **পরামর্শ নিন।** পেটেন্ট কার্যকর করতে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে একজন পেটেন্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করুন, যেহেতু আপনার পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ মামলার ফলাফলের ওপর প্রভাব রাখতে পারে।
- **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।** আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করুন এবং লাইসেন্স চুক্তিতে সালিশ-নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতার ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংযুক্তি ১– সহায়ক ওয়েবসাইট

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য

- ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর
  www.wipo.int/sme

- সাধারণ অর্থে পেটেন্ট
  www.wipo.int/patent/en/index.html

- পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল সংশ্লিষ্ট বাস্তব দিকগুলো বিষয়ে সংযুক্তি ২-এ তালিকাবদ্ধ জাতীয় এবং আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসগুলোর ওয়েবসাইট দেখুন অথবা
  www.wipo.int/news/links/ipo

- পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিট্রি বিষয়ে
  www.wipo.int/pct/en/index.html

- আন্তর্জাতিক পেটেন্ট শ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ে
  www.wipo.int/classifications/ipc/en

- সালিশ-নিষ্পত্তি এবং মধ্যস্থতার বিষয়ে
  www.wipo.int/center/index.html

- জাতীয় ও আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসের অনলাইন ডাটাবেজ দেখবে
  www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

- IP অধিকার কার্যকরীকরণ বিষয়ে
  www.wipo.int/enforcement

- WIPO পরিচালিত চুক্তির সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট তথ্য দেখতে
  www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

সংযুক্তি ২– ইন্টারনেট ঠিকানা

জাতীয় ও আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিস

আফ্রিকান মেধা সম্পদ সংস্থা	*www.oapi.wipo.net*
আলজেরিয়া	*www.inapi.org*
অ্যানডোরা	*www.ompa.ad*
আর্জেন্টিনা	*www.inpi.gov.ar*
আর্মেনিয়া	*www.armpatent.org*
অস্ট্রিয়া	*www.patentamt.at*
অস্ট্রেলিয়া	*www.ipaustralia.gov.au*
বার্বাডোজ	*www.caipo.gov.bb*
বেলাইজ	*www.belipo.bz*
বেলজিয়াম	*www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium*
বলিভিয়া	*www.senapi.gov.bo*
ব্রাজিল	*www.inpi.gov.br*
বুলগেরিয়া	*www.bpo.bg*
কানাডা	*www.cipo.gc.ca*
চীন	*www.sipo.gov.cn*
চীন (হংকং–SRA)	*www.info.gov.hk/ipd*
চীন (ম্যাকাও)	*www.economia.gov.mo*
চিলি	*www.dpi.cl*
কলম্বিয়া	*www.sic.gov.co*
কোস্টারিকা	*www.registronacional.go.cr*
ক্রোয়েশিয়া	*www.dziv.hr*
কিউবা	*www.ocpi.cu*
চেক রিপাবলিক	*www.upv.cz*
ডেনমার্ক	*www.dkpto.dk*
ডমিনিকান রিপাবলিক	*www.seic.gov.do/onapi*
মিশর	*www.egypo.gov.eg*
এল সালভাদর	*www.cnr.gob.sv*

এস্তোনিয়া	www.epa.ee
ইউরেশিয়ান পেটেন্ট অফিস	www.eapo.org
ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিস	www.epo.org
ফিনল্যান্ড	www.prh.fi
ফ্রান্স	www.inpi.fr
জর্জিয়া	www.sakpatenti.org.ge
জার্মানি	www.dpma.de
গ্রীস	www.gge.gr
গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল	www.gulf-patent-office.org.sa
হাঙ্গেরি	www.hpo.hu
আইসল্যান্ড	www.els.stjr.is
ভারত	www.patentoffice.nic.in
ইন্দোনেশিয়া	www.dgip.go.id
আয়ারল্যান্ড	www.patentoffice.ie
ইসরায়েল	www.justice.gov.il
ইটালি	www.minindustria.it
জ্যামাইকা	www.jipo.gob.jm
জাপান	www.jpo.go.jp
জর্ডান	www.mit.gov.jo
কাজাখিস্তান	www.kazpatent.kz
কেনিয়া	www.kipo.ke.wipo.net
কিরঘিস্তান	www.krygyzpatent.kg
লাও পিপল'স ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক	www.stea.la.wipo.net
লাটভিয়া	www.lrpv.lv
লিথুনিয়া	www.vpb.lt
লুক্রেমবার্গ	www.eco.public.lu
মালয়েশিয়া	www.mipc.gov.my
মেক্সিকো	www.impi.gob.mx
মোনাকো	www.european-patent-
মরক্কো	www.ompic.org.ma
নেদারল্যান্ডস	www.bie.minez.nl
নেপাল	www.ip.np.wipo.net

www.wic.int/sme/

নিউজিল্যান্ড	www.iponz.govt.nz
নরওয়ে	www.patentstyret.no
পানামা	www.mici.gob.pa/comintf.html
পেরু	www.indecopi.gob.pe
ফিলিপাইনস	www.ipophil.gov.ph
পোল্যান্ড	www.uprp.pl
পর্তুগাল	www.inpi.pt
রিপাবলিক অব কঙ্গো	www.anpi.cg.wipo.net
রিপাবলিক অব কোরিয়া	www.kipo.go.kr
রিপাবলিক অব মেসিডোনিয়া	www.ippo.gov.mk
রিপাবলিক অব মলদোভা	www.agepi.md
রুমানিয়া	www.osim.ro
রাশিয়ান ফেডারেশন	www.rupto.ru
সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো	www.yupat.sv.gov.yu
সিঙ্গাপুর	www.ipos.gov.sg
স্লোভাক রিপাবলিক	www.indprop.gov.sk
স্লোভেনিয়া	www.sipo.mzt.si
স্পেন	www.oepm.es
সুইডেন	www.prv.se
সুইজারল্যান্ড	www.ige.ch
তাজিকিস্তান	www.tjpat.org
থাইল্যান্ড	www.ipthailand.org
তুরস্ক	www.turkpatent.gov.tr
তিউনিসিয়া	www.inorpi.ind.tn
ইউক্রেন	www.ukrpatent.org
যুক্তরাজ্য	www.patent.gov.uk
যুক্তরাষ্ট্র	www.uspto.gov
উরুগুয়ে	http://dnpi.gub.uy
উজবেকিস্তান	www.patent.uz
ভেনিজুয়েলা	www.sapi.gov.ve

দ্রষ্টব্য : হালনাগাদ তথ্যের জন্য দেখুন www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

সংযুক্তি ৩– পিসিটি

পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিট্রি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ

(১ জানুয়ারি ২০০৫)

আলবেনিয়া
আলজেরিয়া
অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা
আর্মেনিয়া
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রিয়া
আজারবাইজান
বার্বাডোস
বেলারুশ
বেলিজ
বেনিন
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়া
বতসোয়ানা
ব্রাজিল
বুলগেরিয়া
বার্কিনা ফ্যাসো
ক্যামেরুন
কানাডা
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক
শাদ
চীন
কলম্বিয়া
কমোরোস (৩ এপ্রিল, ২০০৫ থেকে কার্যকর)
কঙ্গো
কোস্টারিকা
আইভরি কোস্ট
ক্রোয়েশিয়া
কিউবা
সাইপ্রাস
চেক রিপাবলিক
ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া
ডেনমার্ক
ডমিনিকা
ইকুয়েডর
মিশর
বিষুব গিবি
এস্তোনিয়া
ফিনল্যান্ড
গ্যাবন
গাম্বিয়া
জর্জিয়া
জার্মানি
ঘানা
গ্রিস
গ্রানাডা
গিনি
গিনি-বিষু
হাঙ্গেরি
আইসল্যান্ড
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
আয়ারল্যান্ড
ইসরায়েল
ইতালি
জাপান
কাজাখিস্তান
কেনিয়া
কিরঘিস্তান
লাতভিয়া
লেসেথো

www.wipo.int/sme/

লাইবেরিয়া
লেইসটেন্সটেইন
লিথুনিয়া
লুক্সেমবার্গ
মাদাগাস্কার
মালায়ি
মালি
মৌরিতানিয়া
মেক্সিকো
মোনাকো
মঙ্গোলিয়া
মরক্কো
মোজাম্বিক
নামিবিয়া
নেদারল্যান্ড
নিউজিল্যান্ড
নিকারাগুয়া
নাইজেরিয়া (৮ মে, ২০০৫ থেকে কার্যকর)
নাইজার
নরওয়ে
ওমান
পাপুয়া নিউগিনি
ফিলিপাইন
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
রিপাবলিক অব কোরিয়া
রিপাবলিক অব মালদোভা
রুমানিয়া
রাশিয়ান ফেডারেশন
সেইন্ট শুমিয়া
সেইন্ট ভিনসেন্ট এবং দা গ্রেনাডাইনস
স্যান ম্যারিনো
সেনেগাল
সার্বিয়া এবং মন্টেনেগ্রো
সিসিলি
সিয়েরা লিওন
সিঙ্গাপুর
স্লোভেকিয়া
স্লোভেনিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
স্পেন
শ্রীলংকা
সুদান
সোয়াজিল্যান্ড
সুইডেন
সুইজারল্যান্ড
সিরিয়ান আরব রিপাবলিক
তাজিকিস্তান
মেসিডোনিয়া
টোগো
ত্রিনিদান ও টোবাগো
তিউনিসিয়া
তুরস্ক
তুর্কিমেনিস্তান
উগান্ডা
ইউক্রেন
সংযুক্ত আরব আমিরাত
যুক্তরাজ্য
তানজানিয়া
যুক্তরাষ্ট্র
উজবেকিস্তান
ভিয়েতনাম
জাম্বিয়া
জিম্বাবুয়ে

দ্রষ্টব্য : পিসিটি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো সম্বন্ধে আরো হালনাগাদ তথ্যের জন্য দেখুন www.wipo.int/pct